রেজিষ্ট্রার্ড নং ৭৭ Rigistered No.77. রেজিষ্টা নং৭৭

অমৃতবাজার পত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮৷৷, ডাক মাশুল ১৷৷০, ষাণ্মাসিক ৪৸, ডাকমাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৶০ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০টাকা প্রতি খণ্ড ।৶। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পুংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৶০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পুংক্তি ।০ আনা।

১০ম ভাগ { কলিকাতাঃ— ১লা বৈশাখ—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইং ১২ই এপ্রেল ১৮৭৭ খৃঃ অব্দ } ২ সংখ্য

বিজ্ঞাপন।

পরীক্ষিত মহৌষধ।

নিম্ন লিখিত ঔষধ কলিকাতা ঝামাপুকুর ২৮নং শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ দের নিকট প্রাপ্তব্য।

১। পারদ দোষ সংশোধক অব্যর্থ চুর্ণ। ইহাতে শরীরের পারদজাত বা গরমির পীড়াতে দুষিত রক্ত, পারদ ফোটন বা ঘা হওন ইত্যাদি আরোগ্য হয়।

মূল্য ৵০ আনা

২। তোপচিনি মসলার অরিষ্ট। ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি, শারীরিক শক্তি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবেক এবং ধাতু পুষ্টি হইবেক। অধিকন্তু, ইহা মেহ, ধাতু পীড়া, উপদংশ রোগ, বাত, পুরাতন কাশী ও হাপানী প্রভৃতি উৎকট পীড়া সমূহের একটি অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ২।০ টাকা।

৩। অম্লপীড়ার মহৌষধ। ইহা বিবিধ অম্ল রোগের ঔষধ যথাঃ—অম্ল উদ্গার ও বমি, পেট জ্বালা বেদনা ও পেট ফাঁপা, অজীর্ণ ইত্যাদি। ৸০আনা।

৪। বৃহৎ হিমসাগর তৈল। ইহাতে বায়ু পিত্ত [illegible] শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা ইত্যাদি আরোগ্য [illegible] মূল্য ১৷৶০ আনা।

[illegible] ইহা বিবিধ প্রকার বাত রোগ [illegible]

৭। কর্ণপীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের পুঁজ ও বধিরতা আরোগ্য হয়। ৷৷১০

৮। কেশ কন্দর্প তৈল। ইহাতে অকালে কেশ পক্কতা ও কেশ মুল বলিষ্ঠ হয়। মূল্য ৸১০ আনা

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম। ইহাতে গরমির ও অন্য ঘা আরোগ্য হয়।

মূল্য ৷৷১০ আনা

শ্রীরামলালদত্ত

ঘড়ি, সোনার চেইন, ইয়ারিং, বাজাবাকশ, হিরা পান্না ও চুনির অঙ্গরী প্রভৃতি বিক্রেতা।

নং ৪৩। ১৪৪ রাধাবাজার।

এখানে সর্ব্ব প্রকার ক্লক, ওয়াচ ঘড়ি, টাইমপিশ জেমশমেকেবের সোণার রূপার এবং জেমশমরের এবং অন্য ২ মেকারের ওয়াচ ক্লক চেইন এবং বাজা বাকশ ইংরাজি গহনা ইত্যাদি হোলশেল এবং রিটেল অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় এবং মেরামত হয়।

এখানে ওয়াচ ঘড়ি এবং ক্লক ১০টাকার মূল্যের অবধি ৫০০ টাকার পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

শিক্ষক।

অর্থাৎ নব্য ভূম্যধিকারিদিগের শিক্ষার্থে নৈতিক ও বৈষয়িক উপদেশ। তৎসহ আদালত ও [illegible] কার্য্যববহৃত পারস্য ভাষার [illegible] উপযোগিতা ও নৈসর্গিক শক্তি অনুসারে [illegible] বিভাগ। কলিকাতা কালেজ ষ্টীট ক্যানিং লাইব্রারি ও নুতন সংস্কৃত প্রেসে পাওয়া যায় মূল্য ১ টাকা, ডাক মাশুল ৵০ আনা।

জৈ।——

পুরাণ প্রকাশ যন্ত্র হইতে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কল্কিপুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, শ্রীভগবদ্গীতা, রামানুজভাষ্য স্বামীকৃত টীকা, চক্রবর্ত্তী কৃত টিকা, ও অনুবাদ সমেত প্রত্যেক পুস্তক প্রতি মাসে এক এক খণ্ড করিয়া বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা অনুবাদ সমেত প্রকাশ হইতেছে, প্রতি খণ্ডের অগ্রিম মূল্য চারি আনা মাত্র।

কলিকাতা শ্যামবাজার গোপীমোহন দত্তের লেন ৫নং ভবনে শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবেক।

পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে বাঙ্গলা ও নাগর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সুলভমূল্যে পরিপাটি রূপে নির্ব্বাহ হয়। ঐ ঐ

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিজরারেজ্ঞ

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদার বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা, ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌ[illegible])

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক রোগ, বন্ধ্যা এবং অকা[illegible]স্রাব অর্থাৎ গর্ভ স্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকা[illegible] স্ত্রীরো[illegible] নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা ডাক মাসুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া খণ্ডে২ প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্যপাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ, কর্ম্মাধ্যক্ষ।

এতদ্বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করান যাইতেছে যে যে ব্যক্তি শুদ্ধরূপে বাঙ্গলা অক্ষরে হিন্দি ভাষায় একটী পুস্তক রচনা করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার প্রদান করিব।

১৮৭৭ ইং ৭ই ফেব্রুয়ারি { শ্রীদিহিঙ্গের গোস্বামী মোং রহা নওগাঁ সাম

"ডাক্তার জি হায়াসা এম ডী"

বিখ্যাত ডাক্তার ভন গ্রায়াইফের ছাত্র সকল প্রকার চক্ষু রোগের চিকিৎসক। ৭ নং চৌরিঙ্গি রোডের বাটিতে প্রাতে ৮টা নাগাত ১০টা ও বৈকালে ৩টা নাগাত ৫টা পর্য্যন্ত চিকিৎসার সময়।

সচিত্র

রসায়ন-শিক্ষা।

মূল্য ৷৷০ আনা।

বাঙ্গলা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের পাঠোপযোগী করিয়া কলিকাতা স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রণীত।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বৈঃ৮শে

সুলভ! সুলভ!! অতি সুলভ!!

আমরা বিলাত হইতে অত্যুত্তম বিরিচ্ লোডার ও মজেল লোডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, ৫নাল ২০ নাল রিভলবার, বারুদ, ক্যাপ, টোটা ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম অতি সুলভ মুল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন আর বন্দুকাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি সুলভ মুল্যে ও সুচারু রূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্ বিশ্বাস কোং

নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিণ

কলিকাতা।

জুলজিকেল গার্ডেন।

আলিপুর

রাজকীয় প্রাণীবাটিকা উদ্যান

প্রবেশের নিয়ম।

সোমবার.....।৵০

মঙ্গলবার.....।০

বুধবার.....কেবল মেম্বরএবং দাতব্যকারী ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারিবেন।

বৃহস্পতিবার.....।০

শুক্র বার..... ।০

শনি বার..... ।০

রবি বার..... ॥০

সিজেন টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ জুন পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল বারে প্রবেশ করিবার টীকেট

কেবল টীকেট গৃহীতা গাড়ী, ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাকা

কেবল টীকেট গৃহীতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ যাঁহারা এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার যাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য রক্ষিত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও ঠিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা। ঘোড়া প্রতি ।০ আনা এবং পাল্‌কি প্রতি ॥০ আনা অতিরিক্ত ফিঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তিরা ফ্রি, অর্থাৎ ফিঃ ব্যতীত এবং অপর সাধারণ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসরবোট অর্থাৎ বিলাস তরণীর ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় এক টাকা মং ১

ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারাদি করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে।

মেম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যকারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ সপরিবারে গাড়ি নিয়া ফ্রি অর্থাৎ ফিঃ ব্যতীত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin
Hon. Secretary.

বৃহজ্জাতকাদি মতে কোষ্ঠী প্রস্তুত করা এবং স্বরোদয়, পঞ্চ পক্ষী, দৈবজ্ঞ বল্লভা, কেরলী ষষ্টি দাসাদি মতে প্রশ্ন গণনা, সামুদ্রিক গ্রন্থ প্রভৃতির মূল ও অনুবাদ ও চক্র এবং দৃষ্টান্তসমেত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে এই পুস্তক গুরুপদেশ ব্যতীত শিক্ষা হইবে। গ্রাহক গণের প্রতি প্রতিখণ্ডে ডাকমাশুল ব্যতীত ॥০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কলিকাতা ঘোড়াসাঁকো শিব কৃষ্ণদার, গলি ৭নম্বর বাটিতে আমার নিকট মূল্য সমেত পত্র পাঠাইলে পাইবেন ইতি।

শ্রী রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক ॥

মূল্য ১ টাকা ডাক মাসুল এক আনা।

প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য।

"সুরেন্দ্র বিনোদিনীর রচয়িতা আমাদিগের সকলেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন."—বান্ধব (ঢাকা)

সিনকোনা জরঘ্নঔষধ।

অথবা

গবর্ণমেণ্ট কুইনোলজিষ্ট দ্বারা প্রস্তুত বিমিশ্র সনকোনাবীর্য্য।

যাহারা বেশীদরে কুইনাইন ক্রয় করিতে অক্ষম, তাহাদের জন্য এই ঔষধ কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। দার্জিলিঙ্গের সন্নিকট গবর্ণমেণ্টের ক্ষেত্রজাত লাল সিন্‌কোনার ছালের ঔষধোপযোগী বীর্য্য সমুদয় ইহাতে আছে। মাত্রা ও প্রয়োগের নিয়ম প্রায় কুইনাইনের মত।

কলিকাতা মহানগরীর নিকটস্থ হাওড়ার বোটেনিকাল গার্ডেনের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট ব্যবহারের উপদেশ পত্র সমেত এক পাউণ্ড পরিমিত জরঘ্ন সিনকোনা টীনপাত্রে নগদ মূল্যে প্রাপ্তব্য।

সাধারণ লোকের প্রতি এক পাউণ্ডের মূল্য ২০ টাকা। কিন্তু এককালিন ২০ পাউণ্ড, সরকারি কর্ম্মচারিগণ সরকারি ব্যয়ের জন্য অথবা দাতব্যালয়ের ব্যবহার জন্য ক্রয় করিলে ১৬॥ টাকায় এক পাউণ্ড পাওয়া যাইবে। ডাক মাশুল ১ টাকা অতিরিক্ত লাগিবে।

পরীক্ষিত বিশ্ববিষ চিকিৎসা।

এই পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে সর্প বিষের ও অন্যান্য জন্তুর দংশন এবং অন্য কোন প্রকারে বিষাক্ত পরিক্ষিত মহৌষধ দ্বারা চিকিৎসা বিবরণ লেখা হইয়াছে। মূল্য ডাক মাশুল সহ বার আনা ১৪ নং জেলিয়া টোলা ষ্ট্রীট যোড়া সাকো কলিকাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসুর নিকট প্রাপ্তব্য

দন্ত-বন্ধনকারী ও দন্ত- চিকিৎসক।

প্রসিদ্ধ দন্ত-বন্ধনকারী কৃষ্ণধন দাসের পুত্র

শ্রীদীন নাথ দাস।

অতি সুলভ মুল্যে দন্ত বন্ধন ও দন্ত চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ঠিকানা কলিকাতা, ৫১ নং সুকিয়াস ষ্ট্রীট।

	মূল্য
বিজ্ঞান সার উপক্রমণিকা	১
আর্য্য চরিত	৵০

ইহাতে বাল্মিকী, ব্যাস প্রভৃতি ৬ জনের জীবন চরিত লিখিত আছে।

শিশু বিজ্ঞান (সংক্ষিপ্ত পদার্থ বিদ্যা) ৵০

মধ্যেতর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালা শিক্ষা প্রথম ভাগ /০

ঐ ঐ দ্বিতীয় ভাগ /০

ইহাতে সরল প্রণালীতে প্রথম শিক্ষা হইবে।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ক্যানিং লাইব্রেরী, স্কুলবুক সোসাইটী এবং কৃষ্ণনগর গোবিন্দ শড়ক বঙ্গ বিদ্যালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে

বেঙ্গল হোমিওপেথিক ফারমেসি।

(শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশনের সম্মুখে।)

১ নং আপর সারকুলর রোড, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রয়োজনীয় হোমিওপেথিক ঔষধি, গৃহ চিকিৎসক এবং ব্যবসায়ীদিগের নিমিত্ত সাধারণ এবং বিশেষ পীড়ার বাঙ্গলা ও ইংরাজী ব্যবস্থা পুস্তকসহ নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট বাক্স, এবং অন্যান্য সহকারী দ্রব্য সমুদয় অতি সুলভ মুল্যে হোলসেল ও রিটেল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের দ্রব্যাদি সমুদয় বিলাত হইতে নুতন আসিয়াছে

গুটার বাক্স

ছাপযোগী) সমে ব্যবস্থা

পুস্তক মূল্য ৫

২৪ শিশি পূর্ণ (চিকিৎসকোপযোগী) সমেত পুস্তক ১০

রবিনির ক্যাম্ফার (ওলাউঠার প্রতিনিষেধক) সমেত ব্যবস্থা পত্র ১

জল পরিস্কার করার পকেট ফিলটার ৫

জ্বর পরীক্ষার যন্ত্র ৭

লাল বেহারি মিত্র এণ্ড কোং

হোমিওপেথিক চিকিৎসক ও কিমিষ্ট।

গোলাপ! গেলিাপ!! গোলাপ!!

সাময়িক সবজির বীজ।

এখানে অতি উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধিযুক্ত নুতন গোলাপের কলম প্রায় ১২৫ ভিন্ন ২ প্রকারের বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মুল্য অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক সুলভ। উহার তালিকার জন্য আমাকে লিখিলে পাঠাইয়া দিব।

আপাততঃ রোপণ যোগ্য সবজির বীজ যথা চৈতে শশা, ফুটি, কাঁকুড়, খেড়, তরমুজ খোরমুজ বারপাতা ঝিঙ্গে, তিন হস্ত পরিমান লাউ, বাণারসের কাঁকড়ি, চাঁপানটে ও অন্যান্য শাক ইত্যাদি হরেক রকমের পাওয়া যায়। মূল্য মায় পেকিং সমেত ২ টাকা মাত্র।

নর্শরির গ্রাহক এই সময় হইলে এবং ১৪ টাকা চাঁদা দিলে সর্ব্ব প্রকারের বীজ পাইবেন গ্রাহক হইবার ইচ্ছুক হইলে সত্বরই হওয়া কর্ত্তব্য, বিলম্ব হইলে আপাততঃ রোপণ যোগ্য বীজ সকল পাওয়া যাইবে না। নিতান্ত ভরসা করি বড় লোকে গ্রাহক হইতে বিরত হইবেন না।

১৫ই জানুয়ারি ১৮৭৭ } শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়
পাইকপাড়া নর্শরি, কলিকাতা।

পুঃ নিঃ। গ্রাহক মহোদয়গণ

দেয় চাঁদা পাঠাইয়া বাধিত

[illegible]

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ঘাউড়িয়ার পুষ্করিণীর ও ঝিলের মৎস্য সকল ২১ শে এপ্রেল শনিবার বেলা তিনটার সময় মোকাম বাউড়িয়াতে প্রকাশ্য নিলাম দ্বারায় বিক্রয় করা যাইবেক। খরিদদারকে এক মাহার মধ্যে মৎস্য ধরিয়া লইতে হইবেক।

টাকা দিবার নিয়ম।—নগদ টাকা কিম্বা ২৫ পঁচিশ টাকা শতকরা জমা দিতে হইবেক এবং বাকি টাকা এক মাহার মধ্যে যখন মৎস ডেলেবর সম্পূর্ণ হইবেক।

আর, মাকালিষ্টার কোং
সেক্রেটরি—
বাউড়িয়া কটন মিল্‌স্ কোম্পানি লিমিটেড ।(৩)

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মোকাম বাউড়িয়ার বাজার হাট, মায় দোকান ইঃ সন ১৮৭৭ সালের ১লা মে ২ দুই বৎসরের জন্য প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা বিক্রয় করিয়া ইজারা দেওয়া যাইবেক। উক্ত নিলাম মোকাম বাউড়িয়ায় ২১ শে এপ্রেল শনিবার বেলা ৩ টার সময় হইবেক।

টাকা দিবার নিয়ম—ত্রৈমাসিক। বাৎসরিক খাজানার জামিনত স্বরূপ শত করা ২০ কুড়ি টাকার হিসাবে কোম্পানির কাগজ অগ্রিম জমা করাইয়া দিতে হইবেক।

আর, মাকালিষ্টার কোং
সেক্রেটরি—
বাউড়িয়া কটন মিল্‌স্ কোম্পানি লিমি

অমৃত বাজার পত্রিকা

সন১২৮৪ সাল ১লা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

আমরা ট্যাক্স দেই কেন ?

আমাদের ২৭৫০০০০ টাকা দিতে হইবে না। রেনোলড্‌স সাহেব ব্যবস্থাপক সভাতে যেরূপ বলেন তাহাতে আমাদের সম্ভবতঃ ৩৫ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। যখন ক্যাম্বেল সাহেব রোড সেস নির্দ্ধারণ করেন তখন অনুমান করিয়াছিলেন যে যদিও গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিলেন যে, প্রতি টাকাতে দুই পয়সা সেস দিতে হইবে কিন্তু এক পয়সার অধিক বোধ হয় সেস নির্দ্ধারণ করার প্রয়োজন হইবে না। ক্যাম্বেল সাহেব যে সময় এই কথা বলেন তাহার এক বৎসর কি দুই বৎসরের মধ্যে অনেক জেলাতে দুই পয়সা হারে সেস নির্দ্ধারিত হয় এবং এখনও সেস ফণ্ডে এত টাকার অপ্রতুল যে উর্দ্ধতম হারে কর সংগ্রহ করিয়াও কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে না। এমত অবস্থায় ইডেন সাহেব আপাতত যে গণনাই করুন, যে উদ্দেশ্যে এই টাকা সংগ্রহ হইতেছে তাহার ব্যয়ের সংখ্যা যে ক্রমে বৃদ্ধি হইবে তাহার কোন ভুল নাই এবং যেরূপ বৃদ্ধি হইবে তেমনি যে গবর্ণমেণ্ট আয় বৃদ্ধি করিবেন তাহাও নিশ্চয়, সুতরাং এই ২৭৫০০০০ লক্ষ টাকা যে ক্রমে ৪০ লক্ষ টাকায় পরিণত হইবে তাহা আমরা একরূপ অনায়াসে অনুমান করিতে পারি।

ইনকমট্যাক্স যখন ছিল তখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইহা নির্দ্ধারিত হয় এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের উপর ইহা নির্দ্ধারিত হইত, সুতরাং যে সমুদয় স্বার্থপর ব্যক্তিরা ইনকমট্যাক্সের প্রতিবাদী তাহারা অন্ততঃ ইহা আপানাদের মন সান্ত্বনা করিতে পারিতেন। সেস যে উদ্দেশে নির্দ্ধারিত হয় তাহার নিমিত্ত কেবল টাকায় দুই পয়সা ট্যাক্স আহ্লাদ সহকারে না দিতে যদি গবর্ণমেণ্ট উদ্দেশ্য মত কার্য্য করিতেন তাহা হইলে ইহাতে যত অত্যাচার হউক লোকে উহা অনায়াসে সহ্য করিত, কিন্তু এই ২৭৫০০০০ কি ৪০ লক্ষ টাকা যাহা আমাদের [illegible] হইবে তাহা দ্বারা আমা[illegible] উপকারই [illegible] বিধাত[illegible] মূল্য ৸৵০ আনা।

[illegible]নেন।

নলহাটি রেলওয়ে, মাতলা রেলওয়ে এবং উড়িষ্যা মেদিনীপুর প্রভৃতি কয়েক জেলাতে কয়েকটী খাল কয়েক জন ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা আরম্ভ করেন। তাহারা ইহাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিস্তর অধিক ব্যয় করেন, এবং লাভ করা দূরে থাকুক প্রত্যুত ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট এই কয়েকটী রেলওয়ে ও পয়ঃপ্রণালী উক্ত ব্যবসাদারদিগের নিকট হইতে ক্রয় করেন, এবং পূর্ব্বে ব্যবসাদারেরা ইহার নিমিত্ত যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিলেন ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট সেই ক্ষতি এখনও দিতেছেন। এই ক্ষতি সামান্য নহে। ২৭৫০০০০ টাকা। এই ক্ষতিটী আমাদের পূরণ করিতে হইবে। নলহাটী রেলওয়ে দ্বারা বাঙ্গলার সকল লোকের উপকার না হউক, কতক স্থানবাসীদের উপকার হইতেছে এবং রামগতি বাবুর কার্য্যদক্ষতার নিমিত্ত এ রেলওয়ে দ্বারা আপাতত গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন না, প্রত্যুত ইহাতে বিস্তর লভ্য হইতেছে, কিন্তু মাতলা রেলওয়ে দ্বারা [illegible] এখন যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি কোন কালে যে [illegible] তত উপকার হইবে অথবা ইহার আয় বৃদ্ধি [illegible] সংকুলন হইবে তাহার আশা নাই। পয়ঃ[illegible] গবর্ণমেণ্টের বৎসর ২৪ লক্ষের অধিক [illegible] ইহা দ্বারা কি উপকার হয় তাহা [illegible], কিন্তু কোন কালে যে এই পয়ঃ[illegible]তে এত আয় হইবে যে তদ্দ্বারা ব্যয় [illegible] সম্ভবনা তাহারও কোন প্রত্যাশা [illegible] জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেব বলিয়ালেন [illegible] অবস্থা যেরূপ তাহাতে যে বৎসর বৃষ্টি অভাব হইবে সে বৎসর ইহাতে জল থাকে না, অর্থাৎ যখন প্রজার প্রণালী হইতে জল গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন থাকে না তখনই এ গুলি জলে পূর্ণ থাকে। যখন বৃষ্টির অভাবে কৃষির ব্যাঘাত উপস্থিত হয় তখন পয়ঃপ্রণালীতেও জল থাকে না। একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা দ্বারা কোন উপকার যে হইবে তাহার আশা নাই।

অনেকের বিশ্বাস যে, বঙ্গ রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন কস্মীন কালে দুর্ভিক্ষ হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিডন সাহেব ফাইন্যান্স কমিটীতে সাক্ষ্য দেন যে, "উড়িষ্যাতে পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট লবণ প্রস্তুত করিতেন। ইহা দ্বারা বিস্তর লোক প্রতিপালিত হইত। গবর্ণমেণ্ট লবণ প্রস্তুত করা পরিত্যাগ করাতে মলঙ্গরা ভারি বিপদে পড়ে এবং সেই নিমিত্ত সেখানে অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়।" আবার সে বৎসর যদি রাজপুরুষেরা তাচ্ছিল্য না করিতেন তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ যেরূপ ভয়ানক আকার ধারণ করে উহা যে সেরূপ আকার ধারণ করিতে পারিত না তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বেহারের দুর্ভিক্ষ কত দূর সত্য সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। আমাদের বিশেষ সম্বাদ দাতা যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের ভ্রম বশতঃ দেশে যে অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় তাহা কাহার অস্বীকার করার সাধ্য নাই এবং আমাদের সম্বাদদাতা যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সমুদয়ই সত্য। ফল যদি উড়িষ্যা ও বেহারের মন্বান্তর সত্যও হয়, তাহা হইলে একশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা ও বেহারে দুইটী মন্বান্তর উপস্থিত হইয়াছে এবং এই রূপ ভাবী বিপদ নিবারণ করিবার নিমিত্ত আমাদের স্কন্ধে বৎসর২ ৩০। ৪০ লক্ষ টাকার ভার অর্পণ করা কত দূর ন্যায়সঙ্গত তাহা বলা যায় না। এই দুইটী মন্বান্তরে গবর্ণমেণ্ট ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৭ কোটী টাকা ব্যয় করেন। যদি এই ব্যয়টী সমান ভাগ করিয়া উভয় মন্বন্তরের অংশে নিক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে ৩৫০০০০০০ কোটী টাকা প্রতি মন্বন্তরে ব্যয় হইয়াছে, এবং কবে মন্বন্তর হইবে ও তাহার নিমিত্ত এই ৩৫০০০০০০ কোটী টাকা ব্যয় হইতে পারে এই ভয়ে এখন প্রজার নিকট হইতে [illegible] লক্ষ লক্ষ টাকা ট্যাক্স সংগ্রহ করাতে এই লভ্য হইবে, গবর্ণমে[illegible] মন্বান্তরের আশঙ্কা করিয়া ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করিতেছে[illegible] তাহারই সহায়তা করিবেন। এবং পূর্ব্বে একশত ব[illegible]সরের মধ্যে দুই বার কেবল মন্বান্তর হয়, এখন ব[illegible]র মাস মন্বান্তর থাকিবে। এবং পূর্ব্বে অর্থের দ্বারা [illegible] গবর্ণমেণ্ট প্রজার প্রাণ রক্ষা করিতে সক্ষম ছিলেন, এখ[illegible]ন তাহাদের সে ক্ষমতা আর থাকিবে না।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে গবর্ণমেণ্ট [illegible] বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু তথাচ সেখানে সহ[illegible]স্র সহস্র লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে। গবর্ণ[illegible]মেণ্ট যদি কর ভার দ্বারা তথাকার প্রজাকে দুরবস্থাপ[illegible]ন্ন না করিতেন, তাহা হইলে এরূপ বিপদ উপস্থিত হইত [illegible] না। আবার যদি দেশে মন্বান্তর উপস্থিত হয়, এবং য[illegible]দি অনাবৃষ্টির সময় খালে জল থাকে তাহা হইলে ইহা [illegible] দ্বারা কতটুক সাহায্য হইবে! আমাদের বিশ্বাস এবং [illegible] সে বিশ্বাস অলীক নহে যে, ভারতবর্ষের যে কোন স্থ[illegible]নে মন্বন্তর হউক না, ইহা দ্বারা বাঙ্গালী কৃষকেরা ক্ষতি[illegible] হইবে না, প্রত্যুত যখন মন্বান্তর উপস্থিত হইয়া[illegible] তখনই বাঙ্গলা দেশে অর্থের স্রোত প্রবাহিত হইয়া[illegible] এবং যদি স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া ট্যাক্স কর[illegible] গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে বঙ্গবাসীদের [illegible]ক্ষে মন্বান্তর নিবারণ করা স্বার্থ নহে। বঙ্গবাসীরা [illegible]প দুরাশা করেন না, কিন্তু যদি এ সম্বন্ধে [illegible]ন স্বার্থ থাকে তবে মন্বান্তর হওয়াতে বাঙ্গলার কৃষক[illegible] স্বার্থ আছে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপকার আমাদের স্কন্ধে এই ট্যাক্সভার অর্পণ করিতেছে[illegible] এ কথা তাহারা যত ইচ্ছা তত বলুন, [illegible] করিবে না, অপিচ গবর্ণমেণ্ট এই রূপ অসরলতা ব্যবহারে প্রজাকে আরো অধিক বিরক্ত করেন। ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের স্বীকার করা উচিত যে তাঁহারা মাতলা রেলওয়ে ও খাল গুলি ক্রয় করিয়া অবিবেচনার কার্য্য করেন। ইহাতে তাঁহাদের ভ্রম হয়। এই ভ্রমের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের বৎসর ২৭৫০০০০ টাকা ক্ষতি দিতে হইতেছে। প্রজারা এই ক্ষতি পুরণ করুক। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়া এক্ষতি করেন নাই, তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল ইহা দ্বারা প্রজার উপকার হইবে কিন্তু কার্য্যে তাহা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট এরূপ সরলতার সঙ্গে কার্য্য করিলে প্রজার অনেক মনের আবেগ দূর হইয়া যায় কিন্তু প্রজার ইহা দ্বারা মনের আবেগ হ্রাস হইতে পারে, এই করটী তাহারা নিজে স্কন্ধে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতে পারে, তথাচ বাঙ্গলার প্রজারা বলিতে পারে যে ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের ভ্রম দ্বারা ভারতবর্ষের সমুদয় প্রজার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উচিত। আমরা কেন একা এই করভার গ্রহণ করি। ইহা দ্বারা বঙ্গবাসীদের উপকার হইবে বলিলে আমরা বিশ্বাস করিব না। আবার আমরা প্রধান গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের নিমিত্ত বিস্তর টাকা অর্পণ করিয়া থাকি। সার রিচার্ড টেম্পল গত বৎসরের রিপোর্টে লিখেন যে, আমরা ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টে বৎসর বৎসর ১০ কোটি টাকা প্রদান করিয়া থাকি, এত টাকা আমরা প্রদান করি, আবার আমাদের উপর ট্যাক্স! ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট এই ২৭৫০০০০ টাকার অর্দ্ধেক আমাদের স্কন্ধে নিঃক্ষেপ করিয়া অপর অংশ যদি অন্যান্য প্রদেশের উপর নিঃক্ষেপ করিতেন তাহা হইলে মনকে আমরা কতক সান্ত্বনা করিতে পারিতাম। প্রজাদের বিশ্বাস যে, ইডেন সাহেব ইচ্ছা পূর্ব্বক এই বৃহৎ করভার নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি প্রতিবাদ করিলে ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট কখন ন্যায় পূর্ব্বক এই ট্যাক্স আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

ট্যক্স দিতে হইলে কি উপায়ে দেওয়া উচিত ?

৩০ হউক আর ৪০ হউক যত লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয় বোধ হয় বঙ্গবাসীরা অন্ততঃ দ্বিতীয় বজেট পর্য্যন্ত প্রদান করিবে। ইডেন সাহেব বঙ্গবাসীদের প্রিয় গবর্ণর, তিনি যে ভার নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমরা সর্ব্বস্ব দিয়া পূরণ করিতে হইলেও পূরণ করিব। ইডেন সাহেব সবে ২৫ বৎসর এদেশে আগমন করিয়াছেন, তাঁহার উপরে এখনও ২৩। ২৪ জন সিবিলিয়ান আছেন, সিবিলিয়ানগণের মধ্যে তিনি যে অদ্বিতীয় যোগ্য তাহাও নহে, তবে তিনি বঙ্গবাসীদের অতি প্রিয় বন্ধু, গ্রে সাহেব যে সময় বঙ্গ দেশ পরিত্যাগ করেন সেই সময় অবধি এদেশীয়েরা ইডেন সাহেবকে বঙ্গদেশের রাজ্য শাসন ভার অর্পণ করার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে। এই বার আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। হয় ত ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতে জানিতে পান যে, এবার বঙ্গ দেশবাসীদের উপর অসাধারণ কর ভার নিঃক্ষেপ করিতে হইবে এবং তাহারা গণনা করিয়া দেখেন যে, এ ভার কেবল ইডেন সাহেব সংকুলন করিতে পারিবেন এবং কেবল এই স্বার্থের দ্বারা বিচালিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলেও আমাদের এই ৭। ৪০ লক্ষ টাকা [illegible] করা উচিত। যদি গবর্ণমেণ্ট প্রজার হস্তে ক্রমে দুই একটি শাসন ভার অর্পণ করেন এবং তাহার বিনিময়ে অর্থ প্রার্থনা করেন তাহা হইলে আমরা পারতপক্ষে নির্ব্বিবাদে যে কোন কর প্রদান করিতে সম্মত আছি। সে যাহা হউক, যখন ইডেন সাহেবের ইচ্ছা তখন বঙ্গবাসীরা এই কর প্রদান করিবে, তবে আমাদের একটী প্রার্থনা আছে।

প্রজার অনিষ্ট করিয়া কর আদায় করা বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে। অন্ততঃ ইডেন সাহেবের মনে কখনই এ ভাবের উদয় হইতে পারে না। যদি

এ উদ্দেশ্য না থাকে এবং কেবল অর্থ লইয়া তাহাদের কথা হয় তাহা হইলে আমাদের প্রার্থনা যে কি উপায়ে এই কর সংগৃহীত হইলে তাহার ভারটি প্রজার উপর অর্পণ করা হয়। আমাদের এ প্রার্থনা বোধ হয় অন্যায় নহে। সকল সভ্য গবর্ণরেরাই এই উপায়ে কর সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহাতে কেবল প্রজার মঙ্গল হয় না, গবর্ণমেণ্টেরও মঙ্গল হয়। কর সংগ্রহের ছলনা করিয়া প্রজা উচ্ছিন্ন দেওয়া নিষ্ঠুর ও অপরিণামদর্শী গবর্ণরের কার্য্য। সভ্য ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নহে। প্রজা অসন্তুষ্ট না হয়, অথচ গবর্ণমেণ্টের অর্থের অভাব দূর হয়, এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলদায়ক এবং এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইলে প্রজার পরামর্শ গ্রহণ করা সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্য। আমরা এই নিমিত্ত ইডেন সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, যখন গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন হইয়াছে তখনই আমরা শরীর হইতে শোণিত প্রদান করিয়াছি, তবে হৃদয়ের শোণিত প্রদান না করিয়া যে স্থান হইতে শোণিত শোষণ করিলে আমাদের ধ্বংশ না হয় আমরা এই রূপ স্থান হইতে শোণিত প্রদান করিতে বাসনা করি। আমাদের বিশ্বাস তিনি যে উপায়ে ৩০।৪০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার প্রস্তাব করিতেছেন তাহাতে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত না থাকাতে প্রজার যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে বোম্বাই মান্দ্রাজ সমুদ্রকূলবর্ত্তী ভূমির স্বত্বের অভাবে তাহারা যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ হইয়াছে। পঞ্জাবও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোক সবল সুস্থকায়, এসমুদয় স্থান অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর, এখানে লোকে অনায়াসে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে ইহার কিছুই নাই। যদিও বঙ্গদেশ সমুদ্র তীর হইতে অতি দূরে অবস্থিত নহে, কিন্তু বাঙ্গালিরা ব্যবসায় জানে না আবার এরূপ অস্বাস্থ্যকর স্থান আর নাই। যে সমুদয় স্থানে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত নাই সেখানে প্রজারা যত কষ্ট অনুভব করে তাহার অর্দ্ধেক কষ্ট অনুভব করিতে হইলে ইহারা উচ্ছিন্ন যাইবে। নীলকরেরা কিছু অত্যাচার করিতেন, তন্নিমিত্ত তাহারা উচ্ছিন্নোন্মুখে পতিত হয়। বেহারে নীলকরের অত্যাচার থাকাতে প্রজার কি কষ্ট, সুতরাং যদি গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরে এ দেশ হইতে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত উঠাইয়া দেওয়ার মনন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে এবং লেঃ গবর্ণর যে প্রণালীতে কর সংগ্রহের উপায় করিতেছেন ইহাতে দেশের এই সর্ব্বনাশ হইবে। আমাদের এই নিমিত্ত প্রার্থনা, তিনি কর সংগ্রহের এই উপায়টী পরিত্যাগ করুন। এ বৎসর না হয় আগামী বৎসরের নিমিত্ত এই আশ্বাস বাক্য প্রদান করুন।

ইনকম ট্যাক্স দ্বারা এই টাকাটি সংগৃহীত হয় আমাদের এই প্রার্থনা। যাহার যেরূপ অবস্থা এবং যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট হইতে যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হয় তাহার সে পরিমাণ রাজস্ব দেওয়াই ন্যায়সঙ্গত। এবং এই ন্যায়সঙ্গত উপায় দ্বারা কর নির্দ্ধার্য্য কেবল ইনকম ট্যাক্সের দ্বারা হওয়ার সম্ভব। যেবার ইনকম ট্যাক্স উঠিয়া যায়, সেবার এ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনারেল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের মত গ্রহণ করেন এবং সমস্ত ইহার সমর্থন করেন। যদি এবার আবার প্রজা সমূহের মত গ্রহণ করা হয় তাহা হইলেও সকলে ইহার সমর্থন করিবে। জমিদার ভিন্ন বঙ্গ দেশে আর প্রধান ২ ধনাঢ্য ব্যক্তি যত আছেন তাহারা গবর্ণমেণ্টকে প্রায় কোন কর প্রদান করেন না। গবর্ণমেণ্টের কোন উপায়ে তাহাদের নিকট হইতে যথানিয়মে কর গ্রহণ করা উচিত। যদি এ দেশের প্রজারা দীন দুঃখী না হইত, যদি ইহারা নানা দায়ে বিব্রত না হইত, তাহা হইলে তাহারা আহ্লাদ সহকারে যে কোন করভার গ্রহণ করিত। তাহারা যে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের স্কন্ধে কিছু ২ করভার নিক্ষেপ করিবার প্রার্থনা করিতেছে সে ঈর্ষা পরবশ হইয়া নহে, অসমর্থ বলিয়া। আয়ের উপর কর নির্দ্ধারণ করা যে অতি ন্যায়সঙ্গত তাহা বোধ হয় ইডেন সাহেব অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে ইনকম ট্যাক্স সম্বন্ধে এক আপত্তি উঠিতে পারে। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল নগর। এখানে ইনকম ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট নিজে ব্যয় করিতে পারেন কি না? আবার কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে মফস্বলে ইনকম ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করিলে টাকা উঠিবে না, কিন্তু কলিকাতা যদিও ইম্পিরিয়াল নগর, তথাচ পণ্য দ্রব্যের শুল্ক প্রভৃতি যাহা কলিকাতায় সংগৃহীত হয় তাহা কি রূপে বাঙ্গলার আয়ের মধ্যে পরিগণিত হয়? আবার আমরা সকলই ত ইম্পিরিয়েল গবর্ণমেণ্টের অধীন, ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে আমাদিগকে কলিকাতা হইতে ইনকম ট্যাক্স সংগ্রহ করার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন।

কিন্তু ইনকম ট্যাক্স সম্বন্ধে আপত্তি কলিকাতা নগর নহে। ইনকম ট্যাক্স দিতে হইলে ইংরাজ মাত্রেরই প্রায় এ ট্যাক্স দিতে হইবে এবং এই হইতেছে ইহার পক্ষে বলবৎ আপত্তি। ইডেন সাহেব এ আপত্তি খণ্ডন করিতে পারেন কি না তাহা আমরা জানি না। ন্যায়পরতা ও সুবিচারের অনুরোধে গবর্ণমেণ্টের এ আপত্তি উল্লংঘন করা উচিত, কিন্তু যদি এ আপত্তি উল্লংঘন করা অসম্ভব হয় তাহা হইলে লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া আবশ্যকীয় টাকা সংগ্রহ করিলেও সম্পূর্ণ সুবিচার না হউক, ইহা দ্বারা প্রজাপীড়ন হইবে না। লবণের ট্যাক্সের এক আপত্তি লিবারপুল ও চেসায়ারের ব্যবসায়ীদের কিছু ক্ষতি হইবে, কিন্তু ইডেন সাহেব বোধ হয় এ আপত্তি লক্ষ্য করিবেন না। ষ্ট্রাচি সাহেব যখন মাঞ্চেষ্টারবাসীদের পক্ষ হইয়া বস্ত্রের শুল্ক উঠাইবার প্রস্তাব করেন, তখন ইডেন সাহেব ইহাতে আপত্তি করেন, সুতরাং লিবারপুল কি চেসায়ারের লবণ ব্যবসায়ীদিগকে ইনি বোধ হয় লক্ষ করিবেন না। আবার যদি বঙ্গবাসীরা এ ট্যাক্সে সমর্থন করেন এবং লেঃ গবর্ণর আমাদের পক্ষ তাহা হইলে গবর্ণর জেনারেলের বাধ্য হইয়া ইহা সম্মত হইতে হইবে। রাজপুরুষেরা [illegible] আশঙ্কাতে লবণের শুল্ক উপর উৎপীড়ন হইবে [illegible]ন না, এমন কি, প্রজার কষ্ট বৃদ্ধি করিতে সম্মত [illegible] বাঙ্গলায় আপাততঃ লবণের যে নিবারণের নিমিত্ত [illegible] কমাইবার প্রস্তাব হইতেছে, কিন্তু শুল্ক আছে তাহা [illegible] তাঁহারা এই করুণা প্রকাশ করি- যাহাদের নিমিত্ত [illegible]র উপর অত্যাচার হইবে ভয় করিয়া তেছেন, যাহাদে[illegible]র ট্যাক্স বৃদ্ধি করিতে সম্মত হন না গবর্ণমেণ্ট লবণে[illegible]মর উপর সেসের পরিবর্ত্তে ইচ্ছা তাহারা যদি জ[illegible]তে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বক ইহা দি[illegible]ইবেন না? এখন গড়ে দুই আনা কেন সম্মত হ[illegible]র সের বিক্রয় হয়, ইহার উপর অর্দ্ধ হিসাবে লবণে[illegible]দলে গবর্ণমেণ্টের টাকা সংগ্রহ হইবে। পয়সা বৃদ্ধি [illegible]আনা অধিক মূল্য দিয়া লবণ ক্রয় সের প্রতি অর্দ্ধ[illegible]য় কেহ অস্বীকার হইবে না। বাঙ্গলাতে করিতে বোধ হ[illegible]মন লবণ বৎসর বিক্রয় হয়, এবং প্রতি গড়ে ৮০ লক্ষ [illegible]আনা মূল্য বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ৩০ লক্ষ মনে যদি ছয় [illegible]হইবে, এবং প্রতি মনে ছয় আনা বৃদ্ধি টাকা উৎপন্ন [illegible]ত অর্দ্ধ পয়সার কিঞ্চিৎ অধিক পড়িব। হইলে সের [illegible]ক অনায়াসে দিতে স্বীকৃত হইবে। এবং ইহা [illegible]ব লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া কর সংগ্রকাম্বেল স[illegible]ী ছিলেন, না বটে, তাঁহার শঙ্কা ছিল পাছে হের পক্ষ[illegible]প্রজা পীড়ন হয়, কিন্তু ইডেন সাহেব ইহার ইং দ্বা[illegible], হ্যাড্ডে ও বিডন সাহেব ফাইনান্স কমিটীতে পক্ষপ[illegible]শুল্ক বৃদ্ধি দ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। লবণে[illegible] বিশ্বাস ইহাতে লোকে কোন কষ্ট অনুভব ইহা[illegible]। তবে এক আশঙ্কা হইতে পারে। লবণের

শুল্ক বৃদ্ধি করিলে এখন যত বিক্রয় হইতে[illegible] অপেক্ষা কম বিক্রয় হইবে, কিন্তু হ্যালিডে এ আশঙ্কা করেন নাই। আমরাও এ আশঙ্কা করি না। মদ গাঁজার উপর পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর শুল্ক বৃদ্ধি হইয়াছে, ষ্ট্যাম্পের শুল্ক বাড়িয়াছে, কিন্তু তথাচ এ সমুদয় দ্রব্যের বিক্রয় ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছে। লবণের উপর মনকরা ছয় আনা মূল্য বৃদ্ধি হইলে লোক উহা অনুভবও করিবে না।

আমরা কর সংগ্রহের নিমিত্ত আর একটী উপায়ের উল্লেখ করিতাম। লাইসেন্স ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হইলে নিতান্ত মন্দ হইত না, কিন্তু [illegible] হইলে অতি সামান্য মাত্র আয় হইবে।

মেজারিটী য়্যাক্ট।

মেজরিটি য়্যাক্টের বিরুদ্ধে এক খানি আবেদন গবর্ণর জেনারেলের হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটরির নিকট অর্পিত হইয়াছে। বাঙ্গলা ও বেহারের প্রধান২ জমিদারগণ উহা স্বাক্ষর করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণের নিমিত্ত জমিদারেরা এই দরখাস্ত খানি ইণ্ডিয়ান লীগে অর্পণ করেন এবং লীগ হইতে এখনি অর্পিত হইয়াছে। দরখাস্তকারীদিগের প্রার্থনা যে, পূর্ব্বে নাবালক জমিদারেরা যে ২৮ বৎসর বয়সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেন, এখন সে স্থলে ২১ বৎসরের কেন নিয়ম হইল? বিজিয়ানা গ্রামের মহারাজার অনুষ্ঠানে মেজরিটী য়্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়, কিন্তু তাঁহার প্রদর্ত্ত বলে নিয়ম থাকে যে, যে সময় জমিদারের পুত্রেরা গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইবে তাহারা ১৮ বৎসরে প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু আক্ট বিধিবদ্ধ হইবার সময় যে ১৮ বৎসরের স্থানে ২১ বৎসর হইল তাহা কেহ জানে না। যদি ব্যবস্থাপকদিগের মতে ১৮ বৎসর বয়সে জমিদারী নির্ব্বাহের ভার ওয়ার্ডের হস্তে অর্পণ করা নির্ব্বিঘ্ন বিবেচনা না হওয়াতে তাঁহারা ২১ বৎসরে বয়ঃপ্রাপ্তির নিয়ম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বাধীন রাজাদিগের পক্ষে এই আইনে ১৮ বৎসরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার নিয়ম কি রূপ হইল? জমিদারদিগের অপেক্ষা স্বাধীন রাজাদিগকে অনেক গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হয়, এবং তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুতর কার্য্যভার যদি ১৮ বৎসরে গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে জমিদারেরা এই বয়সে জমিদারী কার্য্য নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ১৮ বৎসর অপেক্ষা ২১ বৎসরে বুদ্ধি অধিক পরিপক্ক হইবে এ বিষয়ে বোধ হয় কেহ আপত্তি করিতে পারেন না, সুতরাং ১৮ বৎসরে জমিদারের পুত্রেরা জমিদারীর ভার প্রাপ্ত না হইয়া ২১ বৎসরে এই ভার প্রাপ্ত হইলে মঙ্গল হইতে পারে, তবে কেন ইহার প্রতি আপত্তি? যাহারা মেজরিটী আক্টের পক্ষে তাঁহারা বলেন যে যাহারা ২১ বৎসরের বিপক্ষে আবেদন করিতেছেন তাহারা জমিদারদিগের প্রকৃত বন্ধু নহেন, তাহারা ধর্ম্ম শূন্য স্বার্থপর, নীচাশয় লোক। তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে, অল্প বয়সে জমিদারের সন্তানেরা জমিদারীর ভারপ্রাপ্ত হইলে তাহারা স্বার্থ সাধন করিতে পারিবে। কিন্তু যাহারা এই রূপ কথা বলেন, তাহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, আবেদন কারীরা সমুদয়ই জমিদার। যাহাতে তাঁহাদের উত্তরাধিকারীর ও সম্পত্তির অনিষ্ট হইবে তাঁহারা এরূপ প্রার্থনা কেন করিবেন? কিন্তু ১৮ বৎসর অপেক্ষা ২১ বৎসরে অধিক বুদ্ধি বিবেচনা হয় সেও সত্য কথা। ১৮ বৎসর না হইয়া ২১ বৎসরে জমিদারীর ভার হইলে যে সম্ভবতঃ অধিক উপকার হইবে সেটি [illegible] তবে কি প্রার্থনাকারী জমিদারেরা [illegible] কোন রূপ আভাস না দিয়া সহসা এই পরিবর্ত্তে ২১ বৎসর বয়সে বয়ঃপ্রাপ্তির এবং স্বাধীন রাজা যাহাদের সহস্র গুণ বিবেচনার আবশ্যক তাহাদের ১৮ বৎস[illegible] নিয়ম করিয়া, গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগে[illegible]

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, APRIL 12, 1877.

We have to acknowledge with thanks the receipt of a copy of Mr. Wyman's Indian Directory, 1877. It is as complete as that of Messrs Thacker, Spink, and Co's, but at the same time much cheaper. We hope it will command a large sale.

———ooo———

We hope there will be a large gathering to-day at the Hall of the Indian Association for the Cultivation of Sicence. Dr. Mohendra Lal Sirker will lecture there on "Fundamental Phenomena of Electricity." The lecture commences at 7½ P. M., Admission fee as usual Annas 8.

———oooo———

During the Bengal famine in 1874, £282,669 were collected by public subscriptions in England and India for the benefit of the sufferers by the famine. The Government of India undertook to double all the private subscriptions, and thus a sum of no less than £565,338 was provided towards the cost of the famine. In 1877 public subscriptions so far, towards the relief on the famine now devastating Bombay and Madras, amount exactly to zero. The figures are suggestive.

———ooo———

We are very sorry to find that the claims of Babu Umeshchander Dutt, the Professor of the Krishnuggur College, have been again overlooked. During the absence of Mr. Lethbridge, Babu Umeshchander was appointed to act for him as Principal of the College. While all were expecting to see him permanently appointed to the post, yesterday's *Calcutta Gazette* announces the disappointing news that Mr. Row, Inspector of Schools, Western Circle, will officiate for Mr. Lethbridge. Mr. Eden ought not to have let this opportunity go without doing justice to a vetern and distinguished educationist.

———ooo———

We are very glad to learn that Babu Upendranath Dass, who is now in England studying for the bar, and has joined the "University Volunteer Corps," Cambridge, has *passed the Adjutant* as they say there, and has been promoted from *squad to Battalion*. The Sergeant Major addressing Upendra Babu on the occasion said: "Sir, my compliments; you have got through this part of the business quicker and better than I have known many people do, and I have been in Her Majesty's service nearly 28 years." The following is an extract from a letter written to Babu Upendranath by the Adjutant (this gentleman holds the rank of Captain in Her Majesty's force, served in the Crimean War, and is an M. A. of the Cambridge University): "I wish all our Volunteers took as great an interest and knew their drill as well as you do, though you are pleased to call yourself 'a raw Recruit."

Babu Upendranath is also making head with respect to shooting, we mean, target-practice. The first day that he shot, he secured 26 marks in less than 15 minutes—a result which absolutely astonished the by-standers. So Bengali bones and muscles are not such utterly bad things after all.

———ooo———

The *Hindoo Patriot* reports:—

We understand that the Government of Bengal has ordered the refund of Rs. 40,000 to Rai Lutchmiput Singadur for application in aid of the Berhampore College. amount had been originally subscribed by him for the mpore College, but on the suggestion of Sir Richard was transferred to the Indian League for the establof the Albert Temple of Science, but as no pro- been made in the carrying out of that scheme, and tchmiput has applied for the re-transfer of the to the Berhampore College, the Government, mmendation of the Director of Public Instruced the refund of the money.

owever the pleasure to inform our con- we doubt not he will participate in t the statement which he was led to ct. Rai Luchmiput Bahadoor can ey but on condition he repays it So the rumour circulated by our i Bahadoor is anxious to transo the Berhampore College, and has directed him to do it, is scheme of the League fails, not the least chance of the Rai erring the amount to the College. If ary wants to know it, for it appears nxious to know the doings of the gentle- e League, we can supply him with further iculars. It is then again not correct to say that, as no progress has been made in carrying out the project of the League, the Government has directed the refund of the money. If there is any delay in carrying out the scheme, it is owing to the interference of Government which exercises control over the actions of the League on account of the generous grant that it promised. In short, it was the wish of our Ruler himself that it is better to wait ter scheme than to hurry the matter. porary wants further particulars we ppy to enlighten him. In the mean- d request him to undo the mischief doubt unconsciously led to commit, the statement that appeared in his ague took a noble scheme in hand, h is the loss to the country and the munity for their attempt. But if they succeed, in spite of the opposition of even those who are professed patriots, well, all glory to them.

———ooo———

The following Bill was read in the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for the purpose of making Laws and Regulations on the 7th April 1877, and was referred to a Select Committee who are to report thereon in two weeks:—

1. This Act may be called "the Provincial Public Works Act, 1877."

It shall extend to all the districts in which "the District Road Cess Act, 1871," is, or may from time to time be, in force. But the Lieutenant-Governor may exempt any district, or sub-division of a district, or any estate or tenure from the operation of this Act.

It shall come into force from the date on which it may be published in the *Calcutta Gazette* with the assent of the Governor-General.

2. From and after the the commencement of this Act, all immoveable property situated within the territories in which this Act is, or may from time to time be, in force, shall be liable to the payment of a cess (hereinafter called "the public works cess"), to be applied to the construction and maintenance of provincial public works, and such cess shall be recoverable from the several owners and occupiers of such property as hereinafter provided.

3. All valuations of immoveable property which have been or may from time to time be confirmed under Parts II, III, and IV of the District Road Cess Act, 1871, shall be deemed to be valuations of immoveable property for the purposes of this Act.

4. The Lieutenant-Governor shall from year to year determine the rate at which the public works cess shall be leviable in each district; such rate shall not exceed one half of an anna in the rupee of the annual value of the lands in such district and shall be leviable from the dates fixed for the levy of the roadcess under section 2 of the said District Road Cess Act.

5. All holders of estates or tenures, and cultivating ryots, shall pay the public works cess at the rate determined under the last preceding section, and in the manner and the proportions prescribed for the payment of the road cess by section 21 of the said District Road Cess Act; and the provisions of section 22, 24, 25, 26 and 27 of the said Act shall apply to the public works cess.

6. Every mine, quarry, tramway, railway, or other immoveable property not included within the provisions of Part II and Part IV of the said District Road Cess Act shall be liable to the payment of the public works cess at the rate determined under section four of this Act and in the manner and subject to the limitations prescribed for the payment of the road cess by section 28 of the said District Road Cess Act; and subject to section 8 of this Act, the provisions of sections 36 and 37 of the said Act shall apply to the public works cess.

7. All houses of any of the classes mentioned in Schedule (E) annexed to the said District Road Cess Act, shall, save as is provided in section 40 of the said Act, be liable to the payment of the public works cess at the rate determined under section four of this Act and in the manner prescribed for the payment of the road cess by section 39 of the said District Roadcess Act; and, subject as aforesaid, the provisions of sections 45, 46, 47, and 48 of the said Act shall apply to the public works cess.

8. Every amount which may become due to Government in respect of any arrears of the public works cess shall be deemed to be a demand under section 1 of Bengal Act VII of 1868 (*an Act to make further provision for the recovery of arrears of Land Revenue and Public Demands recoverable as arrears of Land Revenue*), and shall be recoverable as such.

9. The proceeds of the public works cess shall be paid into the public treasury, and shall be applied to the construction and maintenance of provincial public works in such manner as the Lieutenant-Governor may direct. Accounts of the monies received and expended under the provisions of this Act shall be kept in such form as the Lieutenant-Governor may prescribe.

10. In this Act the words and expressions "house," "estate," "tenure," "Collector," "district," "immoveable property," "holder of an estate or tenure," and "cultivating ryot," shall have the meanings attributed to them respectively in the said District Road Cess Act.

11. The Lieutenant-Governor shall have power to declare, by notification in the *Calcutta Gazette*, what works are to be deemed provincial public works for the purposes of this Act.

———ooo———

It is true that in his learned speech the hon'ble Kristo Das Pal sometimes travelled out of the point, but yet, considering what heart-burning it causes to some of our statesmen, to see the comparative prosperity of the Bengali ryots, one cannot help pointing out to them, the immense obligation of the British nation to the people of Bengal. It is now all forgotten that for the invitation of the leading Bengallees of the time, the English might have yet continued to confine their operations in trade and commerce. When the Mysore war threatened to demolish British power in India, it was Bengal money which saved it. But these matters are now forgotten, the one thing that exercises some of our statesmen is, how to get at the pockets of the peasantry of this country. Considering, however, the important interest at stake, Babu Kristodas Pal made a very feeble defence of the Permanent Settlement. Never before was such a rude blow dealt at it, and never did Babu Kristo Dass so feebly resent it. The reply of His Honor is just as it should be from a statesman who would speak for minutes together and at the same time mean nothing. What can be more disappointing than the following words from him?

The hon'ble gentleman had quoted some remarks of the Secretary of State as bearing upon the principle of the Bill now before the Council. But those remarks referred to the imposition of local cesses for local purposes, and had nothing whatever to do with the question now before the Council.

And further on:—

He was sorry that his hon'ble friend had raised again the question of the breach of the Permanent Settlement, because, although no doubt it was a question upon which there was a great conflict of authority and difference of opinion, he thought it was a matter the principle of which had been decided at the time when it was determined, with the approval of the Local Government and also the approval of the Supreme Government, and of Parliament, to levy a system of local cesses for local improvements. Whatever now been finally and definitely set at rest; and he was certainly not disposed to re-open it.

Now we challenge our readers to make out what our Governor means by the above. The remarks of the Secretary of State "referred to the imposition of local cesses" Well, then the question of the Permanent Settlement was not decided when the cess was imposed. If so, how then the Lieutenant Governor says, that the matter had been finally and definitely set at rest? His Honor said that, it was determined to levy local cesses for local improvements by Parliament, but what has that to do with the rate which he now wishes to impose? The rate is not a local cess for local improvements, for it was decided that the local cesses should be raised for the immediate benefit of those from whom they were raised. It is true, much has been then said and the subject had been finally and definitely set at rest. But in what way? It was decided that the British nation has no power to impose any rate upon land permanently settled, but only for the immediate benefit of those who pay it. It was never decided then that Imperial works should be thrown upon the resources of the Bengal Government, and the Bengal Government should levy a rate upon land in Burrisal for the benefit of Orrissa.

His Honor did not say a word about the Income tax; we would have been very glad to hear what he had to say regarding it. His Honor concludes with the belief that Babu Kristo Dass will support him in his measure. We think, however, he cannot do it, it will be simply impossible for him. We fear the matter cannot be decided here, for it will be carried to Parliament. It will be extremely painful to the people of Bengal to take any step against the measure of their popular ruler, but they regard him as only an instrument in the hands of others, and they very well know that, if they can succeed in relieving him in any way, it will give him as much pleasure as it will give to them.

———oo———

The Memorial of the Bombay Civilians.—When it was believed that the natives would be more largely employed in the uncovenanted service than before, there was a consternation in the ranks of the inferior classes of Europeans and Eurasians, and they held a monster meeting to condemn the policy of Government. When Lord Northbrook came to the resolution of giving employment to the natives in the Railway Department as drivers, guards, and plate-layers, the Eurasians considered such berths as their birthrights and vigorously opposed the resolution. When the Government thought it fit to frame certain rules to give employment to the natives of India in the Civil Service, the Civilians came forward with a memorial, strongly opposing this measure of Government. And now that a native of Bombay Mr. Gopalrao Hurry Deshamukh has been appointed to the post of the Joint Sessions Judge at Nassick, the whole Bombay Service have been thrown into consternation, and they have come forward with their memorial.

The question is, where to put the natives of the soil? They also have no doubt some claims upon the consideration of Government as the Europeans and Eurasians. The educated natives were tolerably secure of some of the inferior posts, but others were monopolised by the East Indians and inferior class of Europeans. The Forest Department thus is a monopoly of theirs, so is the Opium Department. In the Railway Department the posts worth having are enjoyed by them; in the Telegraph Department you will scarcely find a Native holding an important post, and in all Government offices the heads and superior offices are either Europeans or Eurasians, and like a swarm of locusts, now that they have eaten up the flowers and fruits, they are coming down gradually to partake of the bark. But the educated natives were tolerably secure of some posts for two important reasons. The posts were not valuable, and they required a certain degree of ability, education, and intelligence. But the Government is now going to give something like a gratuitous education to the Eurasians and low class Europeans. The opening of the Suez Canal has given facility to the idlers in England, who have no prospects there, to come out to India, and the paternal Government undertakes to give them either employment, or, if hopeless vagrants, to deport them home at its own expense. The Eurasian community is growing numerous day by day, and though the majority of them was hitherto despised on account of their low intellect and morals, the Government is making an effort to civilize them throughout India at its own cost. With inferior education and morals they supplanted the natives, and it is now hopeless for the natives to compete with them in getting employments under Government. Thus the prospects of the natives are getting darker.

In 1862 the Bombay Civil Service raised a similar hue and cry when an Offg. Assistant Judgship was offerred to the same Native gentleman Mr. Gopalrao under Act XIV and XV Victoria Chap. 54 which runs as follows:—

Whereas it appears to the authority in India by whom an appointment should be made to any office, place, or employment specified in the said schedule, that such appointment, under the special circumstances of the case, should be made without regard to the recited qualifications, conditions, and restrictions of the said act, it shall be lawful for such authority to make such appointment accordingly; provided

viously to his being so appointed to any of the offices in the Revenue and Judical Departments specified in the said schedule shall pass an Examination in the Vernacular language of the District in which he is to be employed, where such Examination is now required, and shall be subject to all the Departmental Tests and other Qualifications, Restrictions, which are or may be imposed in the like case on covenanted civil servant.

The "offices, places, or employments specified in the schedule" are the fsllowing :—

Schedule.

Secretaries, Junior Secretaries, under-Secretaries to the several Governments of India, except the Secretaries, Junior Secretaries, and under-Secretaries in the Military, Marine, and public works Departments.

Accountant General, Civil Auditor, Sub-treasurer.

Judicial.

1. Civil and Session Judges or Chief Judicial officers of Districts in the provinces now known as regulation provinces.
2. Additional or Assistant Judges in the said provinces.
3. Magistrates or chief magisterial officers of Districts in the said provinces.
4. Joint Magistrates in the said provinces.
5. Assistant Magistrates or Assistants to the magistrates in the said provinces.

Revenue.

1. Members of the Board of Revenue in the Presedencies of Bengal and Madras.
2. Secretaries to the said Board of Revenue.
3. Commissioners of Revenue or Chief Rvenue Officers in the provinces now known as regulation provinces.
4. Collectors of Revenue or Chief Revenue Officers of Districts in the said provinces.
5. Deputy or Subordinate Collectors where combined with the office of Joint Magistrates in the said provinces.
6. Assistant Collectors or Assistants to Collectors in the said provinces.
7. Salt Agents.
8. Controller of salt chowkies.
9. Commissioners of Customs, salt and opium.
10. Opium Agents.

So the Government framed a special Act to give us the above posts, but that Act was never brought into operation. The appointment of Mr. Gopalrao in 1862 to act as an Assistant Judge was. as we said, strenuously opposed by the Bombay Civil Service, and though the then Governor of Bombay Sir Bartle Frere did not comply with the request of the Memorialists, yet their continued clamours at last succeeded in inducing the Secretary of State to disallow the appointment after three years. Never after that period did the Bombay Government or any other Government in India venture to offer any of the posts mentioned in the schedule to the children of the soil.

A few years after nine scholarships were created by Sir John Lawrence to enable the natives of India to proceed to England, and pass the required examinations. But these scholarships were abolished the next year on the plea that they were too few in number compared to millions of native subjects. This argument was, however, too fine for the dull comprehension of the people of this country, who attributed the abolition of the scholarships to some unworthy motives of Government. The State Secretary, however, consoled them with the hope that they would be taken up into the Civil Service without any examination whatever, and an Act was actually passed to that effect in the Parliament. The sixth section of this Act provides :—

Whereas it is expedient that additional facilities should be given for the employment of the natives of India of proved merit and ability in the Civil Service of Her Majesty in India. Be it enacted that nothing in the "Act for the Government of India" 21 and 22 Victoria Chapter 106 or in the "Act to confirm certain appointments in India and to amend the law concerning the Civil Service there" 24 and 25 Victoria Chapter 54 or in any other Act of Parliament or other law now in force in India, shall restrain the authorities in India by whom appointments are or may be made to offices, places and employments in the Civil Service of Her Majesty in India from appointing any Native of India to any such office, place or employments, although such Native shall have been admitted to the said Civil Service of India, in manner in section 32 of the first mentioned Act provided, but subject to such rules as may be from time to time prescribed by the Governor General in Council and sanctioned by the Secretary of State in Council, with the concurrence of a majority of members present ; that for the purpose of this Act the words "Native of India" shall include any person born and domiciled within the dominions of Her Majesty in India of parents habitually resident in India and not established there for temporary purposes only, and that it shall be lawful for the Governor General in Council to define and limit from time to time the qualification of Natives of India thus expressed ; provided that every resolution made by him for such purpose, shall be subject to the sanction of the Secretary of State in Council and shall not have force until it has been laid for 30 days before the House of Parliament

So it is distinctly promised that Natives should be employed in the Civil Service, but alas ! that promise was never redeemed up to this time except in the case of a single native gentleman of Bombay. And almost the whole Civil Service of Bombay is now pouring its vial of wrath upon the devoted head of this gentleman. The Bombay Civillian memorialists as usual complain of pledges and soforth. The Government of India, they say, have brought out the existing Civil Servants to India under a distinct gurantee that they alone should be eligible for certain employments. By allowing the Natives to participate in these appointments, they say, the Government would be guilty of violating a sacred pledge. But they must not forget that pledges were held, and repeatedly held out to the natives. of the country for the last 53 years. No nation has so often and so long been tantalized as the Natives of India by their civilized English rulers. As far back as 1824, the Court of Directors had urged upon the Government of this country to give the natives a share in the administration of the country. In 1831 Lord Bentinck declared that he brought from home "a deep conviction of necessity of throwing open the doors of distinction to the natives, and grant them a *full* participation in all the honors and emoluments of the states." In 1832 a clause was first inserted in the Charter of the East Indian Company which declared that no native of India should be disabled for any employment uuder the Company "by reason of his caste, colour, or creed." The same clause was repeated in the Charter of 1852, and was further confirmed by Her Majesty's. Proclamation in 1858. Afterwards the competetive system was introduced in the Civil Service, but its doors have been latterly practically closed against the Natives. In 1861, the Parliament authorised the India Government to make appointment of Natives under *special circumstances*. This Act however did not remedy the evil, as the Civil Service was always prepared to deny the existence of *special circumstances*. Nine scholarships were then founded, but they were immediately abolished, and at last a Parliamentary Statue was passed which empowered the authorities in India to make any appointment they liked. Thus the Government has been planning and resolving to no purpose, and the ostracism of the natives, inaugurated by Lord Cornwallis, obtains yet in full force in this wronged country. If the Government is bound by distinct pledges to the Civilians it is bound by still more distinct pledges to the natives of the land. The protest of the Civilians, at this juncture, is calculated to hurt the interests of the natives vitally, and though they may mean no injury to them, they have practically done a great deal of injury. If money is what they want, we could have raised a subscription amongst ourselves to pay them off for their forbearance.

—ooo○o○ooo—

TAXATION IN BENGAL :—The Lieutenant Governor expects cordial support from the people of Bengal in his proposed fiscal measures. His Honor further expects sympathy from them on account of the painful duty which was thrown upon him. The people deeply sympathise with him and have no cause of complaint against *his* Government, but surely they cannot support his measures if they stand in opposition to their serious interests. Candidly speaking, it is not the burden of the thirty-five lacs that has alarmed the people of Bengal so much as the apprehension that the proposed rate is but only a thin end of the wedge. We would ask only two questions to the ruler of Bengal and let him answer them to his own satisfaction. Let him divest himself of all prejudice in the matter, and say whether or not Bengal owes its prosperity chiefly to the permanent settlement, and whether or not the new bill will lay axe at the root of that great boon. His Honor says that as the season is advanced, he must do something immediately to raise money and he therefore proposes the bill, but next year he may impose a license tax and thus partly relieve the land.

But it is not a partial relief that we seek. Whether or not his proposed measure, if carried out even if it be for a single year, will demolish the permanent settlement ? What is the guarantee that His Honor, if again pressed, will not impose another rate, on precisely the same grounds, as the present rate is proposed to be levied ? Where is the guarantee that his successors will not, whether pressed or not, impose a rate after rate, and thus level down the Bengal peasantry to the condition of their brethren in the North West ? Will His Honor, as a true friend of the people he has come to govern, be a party to the demolition of the foundation of their prosperity ? If this rate is once levied, what difficulty there will be for the Bengal Government to levy an education rate, a police rate, a poor rate, or a famine rate, successively one after the other ?

But perhaps His Honor may think that, rightly or wrongly, when the road-cess was imposed, the permanent settlement was virtually abolished. We do not admit it however. The road-cess was for local purposes and to be placed under the management of the cess-payers themselves. Such a rate cannot be indefinately enhanced, and the people, who are supposed to fix the rate themselves, will never raise it so as to put them to trouble. But here is a mode of taxation, by which the rate will be fixed by Government, the object of the taxation fixed by the same, and the funds expended at the sweet will of the same. So there is a great deal of difference between the road-cess and the rate proposed by the Government of Mr. Eden. The former only threatenened, but the latter, if carried, will actually demolish our vested rights in land.

There are some expressions of His Honor himself and His Honor's able Secretary Mr. Reynolds which we do not consider particularly happy. If His Honor and his advisers had only said that rightly wrongly this burden was imposed upon the Government of Bengal, and the Government had no other help but to raise it, that might have saved us from an additional infliction. If you snatch from the hands of a weak party something to which you have no right, you do him an additional injury by denying his right to it. What does Mr. Reynolds mean by saying that Bengal is the most lightly taxed of all civilized countries ? It is not correct. We shewed sometime ago that even in the much abused native States of India the taxation was lighter than in Bengal. If Mr. Reynolds means to compare Bengal with the civilized countries of Europe and America, he should have for fairness' sake, taken another fact into his consideration. And the fact is, that money is at least fifteen times cheaper in Europe than it is here. But a most heavy taxation does not impoverish a country if there is no systematic drain. Surely the Bengal Government ought to know and admit it, that Bengal is not only drained by England but by the India Government itself. But dare Mr. Reynolds invoke the name of civilization and civilized countries ? In what civilized country is taxation raised without the consent of the people ? Here in civilized Bengal, which is required to pay as other civilized countries do, the people are not only not allowed to have any control over the imposition of taxes but even a choice of the mode in which they would best like to be pumped.

His Honor however said that he would give us the choice. He said so repeatedly. He challenged the people of Bengal to shew a mode by which the sum might be raised without oppressing the people. Well, we dare say the people of Bengal are quite willing to accept the challenge. But will His Honor abide by it? Will he give us the choice, if the people of Bengal point out to him a mode of taxation by which his two conditions would be fulfilled ? The two conditions being that an adequate amount would be raised without oppressing the people. But no ! The Government immediately retracts if we name a mode fulfilling the conditions. If we name the income tax, His Honor will say that he has no power and the India Government will never permit him. So a third condition is added immediately. If we name the salt tax as an alternative, His Honor again says that niether he nor the India Government has power to impose an additional impost upon salt. Here may we parenthetically ask who then has it ? Is it Cheshire and Liverpool ? So here is again another condition added. So the choice which the Bengal Government originally gave to the people of Bengal subsequently underwent certain modifications. The conditions now proposed are (1) that the measure must realise the amount wanted ; (2) that there must be no oppression ; (3) that the Anglo-Indians must not be taxed ; (4) that Manchester must not be provoked ; and (5) that Cheshire and Liverpool should be gratified. So there must be no income tax, no impost upon cotton goods, no impost upon salt, no license tax because the realization of an adequate sum is not expected from it ; now you people of Bengal, propose any other tax, subject to the conditions above enumerated, and the Government of Bengal will accept it with pleasure ! We confess defeat.

We have already said that we would like to have an income tax and we would even prefer it to a tax upon salt. We have already shewn that an adequate amount could be easily raised by it without at all touching the pockets of the vast majority of the poorer class of people. Neither an additional establishment would be necessary to collect it, we mean establishment which would cost any considerable amount. There are papers regarding it in the possession of Government which might be utilized to carry out the measure and that will save the chief trouble. There is then no particular objection against the tax, considering that it does not stand in opposition to any settled policy of Government or the interest of any powerful party at home. In lieu of an income tax we would prefer to have an impost upon salt. We have already said why we prefer it to the mode of taxation proposed by the Government and we are glad to find that one of the members of the Bengal Council has taken the hint.

There are matters for the decision of which opinions of individuals are not necessary. For we shall always continue to believe it that 8, even if Sir John Strachey says to the Lord Northbrook took the unnecessary step ing whether the income tax actually pr upon the people. He might have easily fact what number of people had act tax and their condition. So in the we can easily ascertain by a little c or not, 30 or 35 lacs raised f will actually press upon the peo of competent persons are r brought forward. The opinio tenant Governor is well know some of his predecessors said on

In his evidence before the I Sir C. Beadon said that the sa diminish consumption and that it to have a larger revenue if the duty w So far as the Bengallees are concerned the not at all discontented with the salt duty and a complain of it as being oppressively heavy. The consumption of salt has regularly increased in spite of the increased duty and has not been greatly stimulated by any reduction of duty. Speaking abstractedly, as the present duty is only a penny per pound, if it were absolutely necessary, some addition might be made to the tax without causing any severe burden to fall on even the poorest classes of population. These are the views of Str C. Beado

Sir F. Halliday said in his evide pular outcry against the injustice o the salt duty is not in any way a legiti of the feeling of the native popu the tax, for they make no complaint outcry against the oppressive nature was chiefly a reflection of opinio

where objections were raised in the interests of the Cheshire salt manufactures. So here we have the opinions of eminent men who are quite competent to give an opinion on the subject we are discussing. It is true that Sir George Campbell was opposed to such an impost, but as we said, what can be established by facts and figures is beyond the range of individual opinion.

The salt that we consume is about 80 lac maunds a year. These 80 lacs fetch upwards of 2 crores and 50 lacs of Rupees. We thus pay a duty of 3 Rupees 4 annas per maund to Government. If this duty is only incerased to 3 Rupees 10 annas, it will fetch about 30 lacs of rupees or the sum that the Government wants to realise. By this impost, salt which is now sold in the bazars at 5 rupees per maund, will be sold at Rupees 5 and annas 6. Or in other words, we pay now 2 annas per seer and if the duty is increased we shall have to pay 2 annas and ½ pice per seer. The report of the salt department shews that the consumption per head of salt is 4·75 seers. From this we can assert, in spite of Sir George Campbells' opinion, that if the 30 lacs is raised from salt, each individual will have to pay only an additional sum of 2½ pice a year. Now if Sir George Campbell thinks that this 2½ pice per head is a serious burden, we can only say, that his other acts lead us to doubt the sincerity of his convictions. For the statesman who preferred to cut off his right finger to the increasing of the salt duty, actually took a very lively interest in imposing a road-cess in Bengal.

The only objection against this impost is that if the Government once increases the duty we know not where will it end. In reply we say that, if a rate upon land is levied where will it end? The rate upon land was never levied, but the Government is in the habit of lowering and increasing the duty upon salt. But above all, the permanent settlement must be kept intact as long as we can help it. There is no fear however of a continued increase of duty upon salt. Thanks to the Cheshire merchants, they will protect us. And then it will not serve the interest of Government to diminish the consumption of salt by an increase of duty. For salt is necessary both for men and cattle, for health and life, and if the Government does not preserve the cattle and the ryots of India, it will only commit a suicidal act.

...PS AND COMMENTS

Hobert Pasha, writing to the *Times*, denies various reports relative to Turkish affairs which have been current alike at Constantinople and in various parts of Europe. He says:—

The Sultan is in perfect health, and works day and night for the welfare of his country. Shevket Pasha has not been appointed to any command on the Danube or elsewhere. Midhat Pasha was not sent away in irons. On the contrary, every care was taken for his personal comfort. He received from His Majesty £500 for his immediate expences, and the best vessel in the Turkish navy was placed at his disposal. He was not removed through Palace intrigues. His Majesty himself, from reasons which I do not presume to criticise, dismissed him. Mahmoud Nedin is not recalled from exile, nor is there any probability of his being so. No money was sent to the Palace from Russia on Midhat's dismissal." Hobart Pasha adds:—"This country, although passing through a fearful crisis, and while the passions and aspirations of five or six different religious communities and nationalities are roused, is perfectly quiet. Life and property are as safe as in Europe. There is no panic anywhere. The Christians follow their vocations in safety. Already steps are being taken to organise a gendarmerie under Enropean officers, and a well-known English officer has been commissioned to draw up a report on this subject. If the ruinous drag of impending war were removed, I believe that Turkey would soon be able to lift up her head again. The Turks honestly admit the truth of the accusation of bad administration, and are most desirous to make radical changes; but a bad system from beginning to end in a vast Empire, full of conflicting elements, cannot be changed in a day. They ask for time, help from without (in the way of administration), and a little kindly, generous feeling from Europe."

In higher Turkish circles it is believed that all danger of war is at an end. On the other hand, the news from Bessarabia is very warlike. In the course of the last few days two Russian divisions have been pushed forward, one of Infantry, and the other of Cossacks, the latter with head-quarters at Kubei close on the frontier. Military action on the part of Russia is believed to be inevitable, and the order to march into Roumania is expected as soon as the weather permits. In present circumstances any movement of the army is not to be thought of.

The St. Petersburgh correspondent of the *Eastern Budget* says:—

The military and diplomatic spheres here balance each other with such nicety, that it is impossible to say which is likely to acquire the predominance. From the military point of view, Russian policy, is decidedly warlike, as is shown by the late measures for completing the mobilisation. On the other hand, in well informed diplomatic circles the mission of [illegible]eneral Ignatieff is interpreted to mean that the Russi[illegible]net has decided to pay the highest price for th[illegible] of England in the European concert. The [illegible]rue, still insists upon guarantees for Turkish [illegible]he Government has no need to dread public [illegible]hose who believe that a policy of peace might [illegible]ution show complete ignorance of Russian cha[illegible]wever, this last pacific effort should fail, there [illegible]loubt that the Emperor will not require much [illegible]clare for war.

[illegible] Minister for Foreign A[illegible]

despatched the following telegram to the Ottoman Ambassador in London:—

Constantinople, March 9.—We are continuing the work of re-organisation that we have undertaken resolutely and unremittingly. The application of the reforms proposed by the Conference, and accepted by the Imperial Government has already commenced. They embrace, as you are aware, two classes of measures—that is to say, reforms resulting from the organic laws which will be submitted to Parliament, and those which are immediately applicable, namely:—I. The re-organisation of the gendarmerie the scheme, for the arrangement of which has already been elaborated, and handed to Mr. Baker, an English colonel, for his consideration. 2. The division of the communes into cantons, which will be proceeded with as soon as the provincial authorities have assembled, and sent to Constantinople the telegraphic information for which they have been asked relative to the communal districts, 3. The institution of corps of mixed gendarmerie, composed of Mussulmans and Christians, a system which already exists in several parts of the empire. 4. The admission of non-Mussulman subjects to the military schools which was recently authorised and decreed by our august master. 5. The prohibition of the colonisation of Circassians *en masse* in Roumelia, and the non-employment of irregular troops expect in cases where circumstances render it unavoidable. 6. The prohibition, already everywhere published, to carry arms without special authoriry. 7. Amnesty for individuals implicated in the recent events at Philippopolis. 8. The formation of special commissions, to be despatched immediately to the vilayets of Bosnia, of the Danube, and of Adrianople. 9. The sanction of liberty of public worship, as well as the confirmation and execution of the decision by virtue of which all litigation upon religious matters is to come under the jurisdiction of the patriarchates. 10. The remission of arrears of taxes up to Jan, 1. 1877 in the provinces that have suffered. And 11. The rights of property already acquired by Christians in Bosnia and Herzegovina.

We take the following items of news regarding Turkey and Russia from the last *Home News*:—

The diplomatic crisis has now reached a point at which it cannot remain much longer. The outcome of General Ignatieffs European progress, his conferences at Berlin, his dinners, and meetings with Count Schouvaloff at Paris the in the shape of a Protocol, or series of proposals for before future regulation of the Eastern Question, is now discussed the English Cabinet. This new Russian Note was purpose on at a Cabinet Council specially convened for the at any definite Tuesday, March 13. Ministers separated witho[illegible] to have met decision having been arrived at, and were Wednesday night, again yesterday, March 15 But on [illegible]ncil were counter-March 14, the summonses to the Co[illegible] manded. the reason of this post-

There is little doubt either as t[illegible]he Protocol. The English ponement is, or the ch[illegible]racter of [illegible]ment, to which Russia desires Cabinet is anxious [illegible]that the [illegible]ding on the part of the Czar and to secure the [illegible] signature [illegible]he Great Powers, shall be accompani[illegible]by an unders[illegible]Russia shall begin to demobilise her Government, tha[illegible] and awaits the final reply of General forces without del[illegible]ves in London to-day on a private visit Ignatieff, who a[illegible]ry at Hatfield, where possibly the decision to Lord Salish[illegible]ed. The concessions already made by Russia will be reac[illegible] in the Protocol seems to promise not less well to Englandone Russia has abated her demands, and redu[illegible] One by [illegible]etensions. The Protocol in its present [illegible] her pr[illegible]ood not to commit the P[illegible]signing it to anything like ders[illegible] coercion, either actual or contingent. The Powers, after recognising the general action of Russia on behalf of the Oriental Christians, merely announce that they "note" the reforms which the Porte has announced, and which have been the subject of special despatches to its representatives in Europe, and that if these reforms are palpably not carried out within a certain period—exact length unknown, one year or two or three, as the case may be—they mutually agree to assemble together with a view to consider the preliminaries of further and "common action." This latter phrase is considered objectionable by the English Cabinet, and together with the demobilisation clause, constitutes the two-fold question now at issue between Russia and England.

Affairs at Constantinople, and in Turkey generally, are not particularly promising. The difficulties in the way off peace between the Porte and Montenegro are not removed —the Montenegrin deputies insisting on, and the Porte persistently refusing, the territorial additions hankered after by Prince Nikita, who, if Turkey refuses, threatens to break of all peace negotiations and trust to his native fastnesses. The Turkish Parliament was to have met this week, but its opening is now delayed till Monday next, in order that deputies from remote parts of the Empire may have time to reach Constantinople. The Porte has not created a very favourable impression of its sincerity by entrusting the establishment of a corps of *gendermerie* for the protection of property, and for guaranteeing immunity to women from insult and assault, to ex-Colonel Valentine Baker. The complaints of outrages on the Christian subjects of the Sultan, committed by Bashi-Bazouks, are renewed, though they seem, for the most part, confined to extortion and ill-treatment.

The relations between Germany and France continue far from what could be wished, and it is not unnatural that the rumour of a Russian-German coalition—Russia to be allowed to attack the Porte by Germany on the condition of resisting all overtures from France—should have revived:—

The self-control which France exhibits in the face of the edict banishing French soldiers from Alsace and Lorraine—an edict that has been the subject of a pathetic protest to the German Parliament by Mr. Besancon, specially despatched from Metz—is above all praise. Nor is this the only grievance of which France might complain. A scheme for the fortifications of Paris recently proposed in the French Chamber, elicited peremptory prohibitions from Berlin, and has been dropped accordingly. All these things must tend to generate a sentiment between the two countries painfully the reverse of that which it was hoped would be inaugurated by the reception of the Princes Hohenlohe, when for the first time in the last five years all that is distinguished in French society was present.

The internal affairs of Germany are also somewhat disturbed. In the German Parliament, Prince Bismark is sadly troubled by the Social Democrats and Particularists, who will not let him complete the great work of the unification of the Fatherland as he wishes. The Imperial Budget is being criticised and opposed with vexatious persistency. The principle of this Budget is to meet the Imperial deficit by increased taxation for the separate States, and the Chancellor is much thwarted by the members of the political Economy Club, at whose instigation an addition of £1500 a-year to the salary of Count Munster, the German Ambassador in London, has been refused.

The editor of the *Temps* of France has had an interview with General Ignatieff, of which the following account is given in that journal:—

General Ignatieff said that his mission consisted in obtaining a formal sanction to the resolutions come to at the Conference. Russia, he declared, held to the substance of these resolutions but as regarded the form in which they were to be drawn up, would accept indifferently either a Protocol emanating from the six Powers or a diplomatic instrument signed py Turkey alone, but countersigned by the Powers. The Protocol would demonstrate the firm resolve of the Powers to see the reforms defined by the Conference carried into effect by the Porte. The with formulated at the Conferenee would thus become a positive adjurantion With the sanction to be obtained, General Ignatieff stated that regard to Russia would not grant Turkey more than two monthst grace for the execution on the reforms. The term of grace, having expired, the Powers would not be bound to act collectively, but would be compelled, in virtue of the Protocol, to allow the free exercise of armed intervention by one or several of the Signatory Powers. Russia would not accept a delay of a year, and England, moreo[illegible] had not made a fermer proposal to that effect. Th[illegible] Ambassador further expressed a hope that [illegible] Eng[illegible] cept the idea of a collective sanction [illegible] of the last Conference. 'Nevertheless,' added [illegible] General Ignatieff desire to maintain peace is so st[illegible]ong that even in the eve[illegible] of England only partially ent[illegible]ering into our views, I would not break off the negotiati[illegible]bout further concessions. On the contrary, I should use new efforts to bring about for we cannot leave our army inactive. We must ei[illegible]ther utilise it or make preparations for disbanding it.

Finally, Ge[illegible]neral Ignatieff stated that his desire for the maint[illegible]ving fixed the date of his departure. He was, yet ha[illegible]aid, furnished with full powers by his Governm[illegible] sent.

The Khan of Khelat, has submitted a plan for establishing a Cantonment at Gundavar, to Major Sandeman, the Governor-General's Agent at Khelat. The latter, however, does not approve of it. He prefers the site at Pak. The inhabitants of Pak ar[illegible] rather a dangerous people. Since the time of Nusi[illegible] Khan they have shown an ungovernable spirit. [illegible] battalion has been already stationed at Pak and th[illegible] Telegraphic wire is also likely to be extended to [illegible] If rumour is to be believed many of the Beluch chie[illegible] have deserted to the Amir of Cabul, being displeas[illegible] with the Governor of Khelat.

The Amir of Cabul is reported to have had t[illegible] following interesting conversation with his S[illegible] dars:—

"It is expedient for us," said the Amir, "for some ye[illegible] in future to form our friendship with the Russians and d[illegible]g that interval, discover if they are better in words [illegible]n paying us money, or are like the English. The Eng[illegible] to br[illegible] have not fulfilled their promises but instead of that are g[illegible] that the [illegible] them. Sayid Nur Mahomed Shah has written a[illegible] posals. We have [illegible]ment of India would hardly accept our [illegible] good result of the C[illegible]ion hopeless up to the present of future. The Sayid has [illegible] ment of India has determine[illegible]rence, but we are ignorant of erect a fort in Khelat. From these[illegible] us also, that the Gov[illegible] that the Government of India breaks [illegible]lish [illegible] seems no way of our continuing in future our pres[illegible] tions with it, for if we do that we shall be in fear of losing Kandahar and Herat."

The courtiers, having heard this, unanimously made a joint reply:

"Your Highness" said they "should leave the English and try the Russians. Your Highness might know that the treaties which they had made with the Amir of Bukhara, have never been violated and they are making applications to him to allow them to establish a cantonment on the river Oxus, for they do not like to do anything without his consent that may injure any party. The Government of India has without any inquiry from us attempted to grasp Beluchistan where they are intending to establish a cantonment."

Before his death, Syud Noor Muhammad, the Cabul Envoy, had submitted to the Ameer of Cabul a written statement of the measures taken by all the meetings held for bettering of the affairs of Afghanistan. He expresses in it the three proposals made to the Ameer: 1st, that an emissary of the British must stay at Cabul on a mission; 2nd, the English must have full command of the army prepared for impeding the progress of the Russians; 3rd, the pay should be distributed by English officers to the army. The Ameer has, it is said, protested against all these with much displeasure, and has declared that he will not allow English officers to live in his territory.

The following letter from Gulam Raza Khan, Governor of Maimna, to the Amir of Cabul will be read with interest:—

A party of four Russian spies has been found wandering about this country, which they were surveying and making notes about. Mirza Kadir Khan Daftri who had gone out to collect assessments for the last harvest, met these gentlemen on his return. He asked them who and what they were? "We are Persian merchants," they replied, "and are going to Bokhara.' He brought them, however, to the Court where they were questioned in the Persian language, but as they do not belong to that nation, their tone in speaking and mode of pronouncing Persian betrayed them to be Russians that have come to spy out our country. Two drawing books containing several maps were found on searching them.

They have been consigned for the present in *Sundookhan* (Jail) to the charge of *Sundookhan Dur* (Jailor) who is ordered also to take care of their food and afford them all sorts of accomodation. Two of these are old men, the third young and the fourth middle-aged. They shall be treated in future in accordance with your Highness' pleasure.

The Amir after the perusal of this letter and pondering its contents for a considerable time, wrote in reply (says the *Civil and Military Ga[illegible]* they should be conveyed as [illegible] with all sorts of [illegible]

ment. They should not be molested by any body, nor allowed to rove in the country any longer. As soon as they shall be dismissed, a notice about their departure should be sent to him.

A European traveller who has reached Muggur Pir in Sind is suspected to be a Russian spy.

The Arab who attempted to kill Dr. Johnson at Hyderabad is being tried. But the strangest of the proceedings is that when the accused makes his appearance in Court, the Judge rises to receive him. Then the accused salaams and passes into an adjoining room.

The *Pioneer* says regarding the expected disturbance in Nepal —·

The two English officers in Khatmandoo, Mr. Henvey the Resident, and Mr. Scully, the Residency Surgeon, are doubtless considering what the morrow may bring forth. Revolutions are not always uninteresting to the lookers-on; especially when a remote change of taking rather a prominent part therein gives further zest to the entertainment. For we do not anticipate that any personal danger will befal the[illegible] representatives; only a little healthy excitement. [illegible]ey are [illegible] likely to get a closer insight into the ways of Nepaulese ne[illegible]ighbour than was ever allowed by by cautious Jung to Mr. [illegible] Girdlestone or General Ramsay. As yet there are no signs of a [illegible] disturbance; or if there are, they are wrapped up in the bosom[illegible]s of the Foreign Department. Mr. Henvey was not in Nepaul [illegible] when the news of Jung's death reached him; he was at Segowl[illegible] on his way to Khatmandoo, but is doubtless by this time co[illegible]nfortably settled down in the land of temples. For the prese[illegible]nt we must be satisfied with wondering what will happen.

A correspondent writes us from Bur[illegible]vanie State in Central India :—

The monthly meeting of the Nimar Student[illegible] club at Burwanie took place on the 4th February 18[illegible] Literary School Hall in which Baboo Abdul Hameed Khan de[illegible]77 in the a lecture "On the advantages of commerce in promottixered civilization." The lecture was ably delivered. A furthering debate then took place on the many points of the lecture. After the debate was over, a proposal to open a Library in connection with the club was made and it is expected that something at least will be done.

The Americans are arranging a scientific expedition round the world. The voyage, which it is estimated will take two years, is to be performed by a first-class steam-ship of 1,000 tons burden, fitted with saloons for study, lectures, and work and provided with steam launches and a sufficient armament. The object is to visit points of general and special interest, especially localities nearly or quite unknown to naturalists; to study their architecture, archæology, and geology, as well as fauna and flora, and also to make collections. The scientific corps will consist of a faculty of men, composed of professors of the leading universities. There will be accommodation in vessel for from sixty to eighty students. The[illegible]gus, and posed course is *via* the Bahamas, T[illegible]on, Rio, Monte Savannah, the mouth of the Am[illegible]s, the Straits of Video, the Falkland[illegible], New Guinea, Celebes (Macassar) Magellan to Valpa[illegible]ds, Hong Kong, Canton, Formosa. Islands, Aun[illegible], Malacca, Sumatra and Java, Calcutta, Rangoon, the Laccadive Islands, and Bombay.; thence *via* Aden and the Suez Canal, to Alexandria, from which point excursions up the Nile and to Palestine are planned, land subsequently to Constantinople, the chief cities of Italy, France, and England, and, finally, home by way of the Azores.

A Report on the system of popular instruction in the American Republic says that in all the States public instruction is gratuitous for the whole youth. The schools are everywhere separated from Church, and are State institutions. Each State has a school fund to which the central Government has contributed by donation many million acres of the national domains. About 8,500,000 children are entered in the school lists. The number of teachers at the public schools is 249,262, Moreover, there are educational institutions, on the same footing as academies or colleges. to the number of 222—with 2,405 lady teachers and professors—which are exclusive for girls. They contain about 24,000 lady students. The number of the so-called Universities is 255, with 4,000 professors of both sexes, and 59,000 students. At several of these Universities ladies are admitted. There are 84 schools of art, industry, and agriculture, with 740 professors and 7,157 students. In addition, there are some 470 special seminaries for law, medicine pharmacy, and theology, with 1,172 professors and 10,000 students.

The omission or insertion of a comma, is often a matter of little regard with press readers, but Mr. Robert Buchanan's sister-in-law must have thought differently, if she read the following in London paper called *Public Opinion* :—

"Who wrote 'The Queen of Connaught,' one of the most popular novels of last year? Rumour says, Mr. Buchanan's sister-in-law. Who has dramatised it? The same saucy jade, says Mr. Buchanan."

Public Opinion of course meant to call rumour, the soucy jade, but the insersion of the comma after jade, makes the epithet not only apply to Mr. Buchanan's sister-in-law, but makes Mr. Buchanan responsible for calling her names.

The following is a list of the awards to exhibitors in the Indian and Colonial sections of the British Department in the Philadelphia Exhibition. To Dr. Forbes Watson, Indian Museum, London, for [illegible]tables fibres; Watson and Co., Bombay, for [illegible] silver, and wood carving, also [illegible]llery; Murree Brewery Co. Punjab; for ale; the Indian Museum, London, four separate awards for collections of arms, minerals, cereals, silk and other fabrics; to Delmege, Réid and Co., of Colombo, for graphite, raw and prepared; J. Wiehe, of Mauritius, for a collective exhibition of sugar; and J. Horne, of the Mauritius Botanical Gardens, for vegetable fibres.

Regarding the horrible oppression committed upon a woman of Dakare in Guzrat, by the police, noticed in our columns sometime ago, an esteemed correspondent sends us the following account of the final disposal of the case:

"The case was tried at Kaira by Mr. Walker, Assistant Judge of Ahmedabad, and one peon named Misrulal was sentenced to 3 years' rigorous imprisonment. Suspicion rested upon two or three persons more, but as no proceedings were taken by the Magistrate against them, no enquiry took place as to their conduct.

There is no doubt that tortures of the most excruciating kind are yet practiced by the Police upon poor and defenceless people, over whom our so-called guardians of the peace have immense power. They can detain people for any number of days and take them to solitary places and jungles for the purpose of torture as was the case with the woman Bonei. Her husband was so much frightened by the Police that instead of coming to her assistance, the poor fellow absconded to evade a similar treatment."

We have to acknowledge with thanks the receipt of the first three numbers of the Sharradarshan. Chintanika, or studies in Indian philosophy. It is a monthly publication stating and explaining the aphorisms of the six schools of Indian philosophy with their translation into Marathi and English. The Marathi is Greek to us, but the English translations are beautifully done. The introduction is ably written and reflects great credit on the writer.

The followlng extract from the *Bombay Gazette's* las[illegible] Frontier correspondent's letter dated the 18th March last will be read with interest :—

propose[illegible] new policy which Sir Lewis Pelly comes here to telegraph, [illegible] to the Ameer's Envoy has not, as I told you by [illegible] Up to the time[illegible]yet been explained to the Ameer's representative. now nearly thre[illegible] when the latter was compelled by sickness, not a word bearing[illegible] weeks ago, to postpone further discussion, Envoys. As I have [illegible] on the future passed between the two have yet been discussed[illegible] already told you, the only subjects which marred our past interco[illegible] are the misunderstandings which have understandings were it is [illegible]urse with Cabul. What those misbut the fact is that from the t[illegible] scarcely necessary for me to say; ceded the throne of Cabul [illegible] time when Sher[illegible] Ali Khan first astreated him impolitically, un[illegible]own to the presen[illegible] day we have fairly. The legitimate successor [illegible]ely and, in the e[illegible]ome, unour treaty with Dost Mahomed we [illegible] the Cabul throne, knowledge and support, we treated colo[illegible]e in faith bound to aby ultimately granting him a tardy recogn[illegible] and with suspicion, held the throne for six months. When o[illegible]on after he had and unmanly policy had played its part, and S[illegible] false hearted become an exile, we treated him as badly as we [illegible]ere Ali had fused him the assistance he asked from us to enab[illegible]ould, ann to[illegible] his kingdom, which, had he [illegible]acted as we should have done, he would never have lost. When he regained his kingdom, if not in defiance of us, at least in the face of the greatest obstacles we could oppose him with, without actually aiding in the field against him. We again tardily obeyed the law of necessity and once more recognised him as the ruler of Cabul. Now what are we doing? Are we making amends for the past? Are we maintaining our former position? Are we acting to secure his friendship or to bully him into compliance with certain request? Before answering these questions, let me summarize the objects and proposals of the present mission.

1. The Ameer is to understand that we feel aggrieved with him, and consider that at best his past professions of friendship have been but lukewarm; for instance, his avowed objection to admitting European travellers into his territory is unfriendly.

2. He is to understand that we are willing—bnt not particularly desirous—of establishing friendly relations of a more positive tone, and to guarantee him assistance against all encroachments on his territory.

3. We will only do so on the condition that he puts us in a position to keep ourselves accurately informed of all that occurs on his North-West Frontier. We make no demand whatever for the admittance of British Agents, and we leave the question of how the reliable information sought is to be obtained, to be settled afterwards by mutual agreement.

4. If the Ameer declines these proposals we decline to assist him in any way against any enemy or under any circumstances, but our relations will otherwise remian unchanged.

5. The Ameer is to understand that we regard his position on our Frontier as perfectly immaterial to us under any possible combination of circumstances.

The line of policy which is developed in the five articles to which I have thus reduced the object of the present mission is founded on good political grounds, but it is a blunder and grievously short of what sanguine-minded outsiders had expected it to be. The direct object of this policy is patent to the shallowest politician on a first perusal of its conditions, and the argument on which it is founded is equally plain. It is this: Cabul cannot stand alone against either Persia or Russia, and the moment the British announce that they will hold themselves neutral in any war between those countries and Cabul, the latter will be invaded by one or other of her opponents. The Ameer. knowing his weakness, will have to accept the terms dictated. The British therefore assume the position of the big schoolboy who tells his fag, "if you don't obey me, I'll let the bully thrash you." The dignity of this policy is commendable! The first question which occurs in this—Are we really independent of the Ameer? It is really immaterial to us whether we have the Afghans or the Russians on our Frontier? To this there cannot be two replies. It is not immaterial to us; on the one hand, we have neighbours who, friendly or unfriendly, can give us no serious trouble, while on the other we would have neighbours who, friendly or unfriendly, would ever be a source of uneasiness, if not of constant trouble. With the Russians on our Frontier, we would need a Frontier Force treble the size of what would suffice to keep the whole of the Afghan nation at bay. This in itself, merely as a measure of peace, would be most injurious to our welfare in India. The new policy is therefore founded, or professes to be founded, on a most erroneous calculation of the true merits of the position. But we are not forced to believe the Government as speaking seriously, when it expresses the opinion that we are uninterested in the fate of Cabul, and we may regard that assertion, much as we would regard a declaration on the part of the Ameer, that he considered our attitude towards him as unlikely to affect his position with regard to Russia and Persia. The assertion is simply intended to frighten the Ameer into complying with our demands. Whether it will accomplish this object is not altogether unopen to doubt.

And as a matter of fact, the Ameer has indignantly rejected all these proposals. And what is the position of the English Government now that these proposals have been rejected? Let the same correspondent speak :—

The Russaians, perhaps using Persia as a catspaw, will in a few years find themselves supreme in Cabul and in juxtaposition with our territory, while we, bound to neutrality by the dictum of the new-fangled policy, must necessarily sit down and passively watch the progress of events, or else make a laughing stock of ourselves and our policy by rushing to the aid of Cabul when the crisis occurs. The advocates of this new policy, if there are any outside the circle of its originators, may sneer at these arguments as the outpourings of Russophobia. I, for one, am not afflicted with that malady, but it is impossible, looking especially at the present aspect of the Turks-Russian question, for any sane man not to realize that an Indo-Russian Frontier line is a thing as much to be avoided by us as desired by the Russians, and if the present policy prove unsuccessful, how is it be avoided?

The following account of the Khanacool and Moheshrakha Police case, has been sent to us by a correspondent:

An application is made to the Inspecter General of Police, Lower Provinces, by the respectable inhabitants of Khanacool Krishnagore and other villages included within the sub-Division of Moheshrakha for protection from the oppression of Baboo Wooma Churn Ghose Police Inspecter of the said sub-division and Baboo Nobin Chunder Ghose Sub-Inspecter in charge of Thanah Khanacool. A local inquiry into the facts of the case, has already been ordered. As a resident of the village and one interested in its welfare I would suggest through the mediem of your valuable Journal, that the business of enquiry, be placed in the hands of an honest and trustworthy officer, who will conduct the investigation so as to ellicit the truth.

I wonder how Baboo Wooma Churn Ghose, Inspector, who is a resident of Woobidpore within the Police station Khanacool and sub-division Moheshrakha and owns large landed property there, has been allowed to remain the subdivisional officer, in the face of the standing circular order of Government to the contrary.

Khanacool } Your's faithfully
the 9th April 1877. } A Royat.

We have to acknowledge with thanks the receipt of the following books :—

1. Wyman's Indian Directory. 1877. 2. A Revenue Manual of the British Empire in India by M. G. Ranade Esq. M. A. 3. Three parts of the Saddarshana-Chintanika or studies in Indian Philosophy. 4. Repo[illegible]on the Legal Affairs of the Bengal Government for th[illegible] 1875-76. 5. Report on the Land Revenue Admini[illegible] of the Lowor Provinces for the year 1875-76. 6[illegible] the Administration of the Customs Departmen[illegible]al Presidency for the year 1875-76. 7. Re[illegible] Results of the [illegible] Administration in the Lower P[illegible] [illegible] for the year 1875-76. 8. The fifth Report of the Hindu-family Annuity Fund. 9. Report on the Salt Tax in Bengal for the year 1875-76." 10. The Indian student Vol. I, No. 2.

The following are the important telegrams of the week :—

Constantinople, 30th March.

The Turkish deputies have voted an address in reply to the speech from the throne. The address opposes territorial claims, and approves the rejection of proposals made by the Powers at the Conference.

London, 1st April.

Government has signed the Russian protocol yesterday afternoon. This revives the prospect of an agreement between Porte ond Montenegro.

Berlin. 3rd, April.

Prince Bismarck has tendered his resignation which the Emperor refuses to accept, but has granted him prolonged leave of absence from his duties. The resignation is attributed to a dispute with General Stosch, Minister of Marine, who has also tendered his resignation which the Emperor refuses to accept.

Constantinople, 4th, April.

It is rumoured that the Porte sends a note to the Powers, treating the protocol as assailing the dignity ef the Ottoman Empire.

Berlin, 4th April.

It is semi-officially denied that Prince Bismarck has resigned. Overwork has caused his temporary retirement.

Constantinople, 5th April.

The Porte is displeased with the terms proposed in the protocol, and will probably refuse immediate disarmament. The Montenegrin delegates maintain their demands. Great uncertainty exists.

London, 6th April.

The Russian protocol published recognises the necessity of maintaining the European concert, and favors a rectification of the Montenegrin frontier. It invites the Porte to replace its army on a peace footing, takes cognisance of promises of reforms, and hopes for their energetic execution, which ambassadors of the six guaranteeing powers at Constantinople will watch; and if disappointed, the Great Powers will consider together the best means of securing the well-being of the Christians in Turkey and general peace.

Constantinople, April 9.

An Extraordinary Cabint Council was held on Saturday and Sunday to decide whether the Porte should accept the terms of the Russian Protocol clauses referring to the demobilization; and peace negotiations with Montenegro cause much uneasiness. The decision of Council awaited; but It is rumoured that the Porte has resolved to send an Ambassador to St. Petersburg to negotiate for mutual disarmament.

Constantinople, 9th April.

A Cabinet Council was again held here to-day to consider the protocol, but no decision was arrived at. The Foreign Diplomatic body are urging the Porte to se[illegible] envoy to St. Petursburg to negotiate.

St. Petersburgh

The Russian Chargi Daffair, at Constanti[illegible] formed Savet Pasha that the Russian Gove[illegible] an answer frsm the Porte respecting the prot[illegible] 19th instant.

Printed and published by C. [illegible] Ana[illegible] Chatterjee's Lane, Bagbazar,[illegible]

উদয় করিয়া দেন। আবার যে গবর্ণমেণ্ট সিবিল সর্বিসে প্রবেশের বয়স ২১ বৎসর হইতে কমাইয়া ১৯ বৎসর করিলেন তাঁহাদের নাবালক জমিদারদের বয়ঃ প্রাপ্তির বয়স বৃদ্ধি করা দেখিলেও সন্দেহ হয়। এই সন্দেহ আবার সার জর্জ ক্যাম্বেল বৃদ্ধি করেন। তিনি নিয়ম করেন যে, কলেক্টরেরা দেখিবেন যেন নাবালকদিগের তহবিলে টাকা না জমে। তিনি যে রূপ নিয়ম করেন ক্রমে কার্য্যেও তাহাই পরিণত হইয়াছে। এক দরভাঙ্গার মহারাজার তহবিল হইতে এক বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এই সমুদয় দেখিয়া জমিদারদিগের ভয় হইয়াছে, তথাচ তাঁহারা যদি দেখিতেন যে নাবালকেরা ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউশনে থাকিয়া কার্য্যক্ষম ও সুশিক্ষিত হইতেছে তাহা হইলেও মনকে কতক প্রবোধ দিতে পারিতেন, কিন্তু সে বিষয়েও ক্রমে তাঁহাদের ভয়ের উদয় হইতেছে। এ পর্য্যন্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডে যত বালক গিয়াছে তাহার দুই এক জন ভিন্ন সমুদয়ই শুদ্ধ অশিক্ষিত অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই, তাহার গৃহে আসিয়া এ রূপ ব্যভিচারী হইয়া উঠিয়াছে যে অনেকে অচিরাৎ ঋণগ্রস্ত হইয়া অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউশনে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, লোকের তাহার উপর আস্থা নাই, এবং জমিদারদিগের বিশ্বাস যে যত দিন ডাইরেক্টরের পরিবর্ত্তন না হইতেছে তত দিন এখানে কোন রূপ সুশিক্ষার সম্ভব নাই। বোধ হয় এই সমুদয় কারণে বিরক্ত হইয়া জমিদারেরা মেজরিটি আক্টের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াছেন। ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউশনে বালকেরা প্রায় কারাবাসী বন্দীদিগের ন্যায় কঠোর নিয়মে অবস্থিতি করে এবং বন্দীদিগের সঙ্গে জেলরের যে সম্প্রীতি, ইহাদের সঙ্গে ডাইরেক্টরের প্রায়ই সেই রূপ সম্প্রীতি। জেলে যে রূপ সুনিয়ম রক্ষা করিতে বেত্রাঘাতের প্রয়োজন, এখানে ডাইরেক্টরের অনেক সময় এই রূপ বেত্রের ব্যবহার করিতে হয়। কারাগারে যে রূপ অনেক সময় বন্দীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে, ইহারা সেই রূপ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া থাকে। যে শি[illegible] এই রূপ শোচনীয় অবস্থা তাহা দ্বারা [illegible] কেহ কোন মঙ্গল প্রত্যাশা করে না। যদি প্রকৃত ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউশনের এই রূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের ইহা শোধিত করা উচিত এবং দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত ইনিষ্টিটিউশনের প্রকৃত অবস্থা কি তাহা গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

বিসমার্ক পুরুসিয়া রাজ্যের মন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে শত্রুগণের চক্রে পড়িয়া তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। রুসিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের প্রস্তাবে তুর্কি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সুলতানকে তাঁহারা সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া দিতে বলিতেছেন, তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই।

গত কল্যকার ইংলিশম্যানে প্রকাশিত হইয়াছে যে কাবুলের আমীর ইংরেজদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার নিমিত্ত আর এক জন দূত প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনি পেশোয়ারে পৌঁছিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট নিয়োগ॥

টি, ডি, মরাণ কিছু দিনের নিমিত্ত সপ্তম শ্রেণীর ডিঃ মাঃ হইলেন। রাজসাহী কমিশনারের পার্সনাল এসিষ্টণ্ট মাল্লার সাহেব এক বৎসরের ছুটী প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরীর জঃ মাঃ হাণ্ডলী সাহেব কটকে বদলী হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু গোসাই দাস দত্ত জলপাইগুড়িতে স্থাপিত হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু শ্যামাধ রায় হুগলীতে স্থাপিত হইলেন। ছোট নাগপুরের একটীং জ[illegible] কমিশনার উক্ত পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত [illegible]র মনি সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেঃ কমিউন্নীত হইলেন, এবং দরভাঙ্গা ষ্টেটে করিবেন। দারজিলিংএর ডেঃ কমিশনার ওয়ার এডগার সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। ৪র্থ শ্রেণীর ডেঃ কমিশনার স্মিথ্ সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন এবং মেদিনীপুরে জজের কার্য্য করিবেন। চট্টগ্রামের আণ্ডারসন সাহেব ৪র্থ শ্রেণীর ডেঃ কমিশনার হইলেন। সিয়ন বিভাগের জএণ্ট ম্যাজিষ্ট্রট ক্যাম্বেল সাহেব গোপাল গঞ্জ বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন। গোপালগঞ্জের ডেঃ মাঃ মেলৈবী আজহরল হক কিছু দিনের নিমিত্ত সিয়নের ভার প্রাপ্ত হইলেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ৭ম শ্রেণীর একটীং ডেঃ মাঃ হইলেনঃ—বাবু চন্দ্র মোহন দত্ত মৈমান সিং, বাবু প্রাণ কৃষ্ণ রায়, জলপাইগুড়ি, বাবু নীলমণি কোয়ার রংপুর ও বাবু শ্যামাপদ চৌধুরী দিনাজ পুর। বাবু তারিণী লাল চৌধুরী চট্টগ্রাম, বাবু নবীন চন্দ্র মিত্র সরণ, বাবু ক্ষেত্র গোপাল রায়, যশোহর, বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় মানভূমের ৭ম শ্রেণীর একটীং ডেঃ মাঃ হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু হরি চরণ ঘোষ ১॥ মাসের ছুটি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রণীগঞ্জের এঃ কঃ সেবেজ সাহেব কলেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। লফর্ড সাহেব নদীয়ার জজের পদে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি ২৪ পরগণার জজের কার্য্য করিবেন। মনরো সাহেব যশোহরের জজ হইলেন কিন্তু তিনি পুলিষ ইনেসপেক্টার জেনেরেলের কার্য্য করিবেন। বাকুড়ার জজ কর্ণেল সাহেব প্রথম শ্রেণীর একটিং জজ হইলেন। ডেঃ কমিশার পিটারসন সাহেব ফরিদপুরের একটিং জজ হইলেন। নিউবেরী সাহেব প্রথম শ্রেণীর জইণ্ট মাঃ হইলেন এবং চট্টগ্রামে একটিং মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন। ম্যানসন সাহেব পুর্ণিয়ার প্রথম শ্রেণীর একটীং জঃ মাঃ হইলেন। নিম্ন লিখিত আফিসারগণ প্রথম শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইলেন—ওয়ালার সাহেব; বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত হাণ্ডলী সাহেব; হাগর্ড সাহেব; উডনেল সাহেব। নিম্ন লিখিত আফিসরগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর জঃ মাঃ হইলেন—কে, জি, গুপ্ত, টবিল সাহেব, রেসলী সাহেব, গ্রিয়ারসন সাহেব, হার্ডিং সাহেব, বাবু ভৈরব নাথ পালিত পাটনার ও বাবু অবিনাশ চরণ মল্লিক গায়ার একটিং ডেঃ মাঃ হইলেন। সাঁওতাল পরগণার ডেঃ মাঃ হেণ্ড সাহেব ২ বৎসরের বিদায় পাইলেন ও জলপাইগুড়ির ডেঃ মাঃ স্কানলান সাহেব সাঁওতাল পরগণায়, এবং পাবনার ডেঃ মঃ বাবু তারিণী চরণ সরকার জলপাইগুড়িতে বদলী হইলেন। বাবু ঈশান চন্দ্র সেন পাবনার একটিং ডেঃ মাঃ হইলেন। ডায়মণ্ড হারবারের এঃ মেঃ রিসী সাহেব গয়া সদর ষ্টেসনে স্থাপিত হইলেন। হাবড়ার ডেঃ মাঃ বাবু তারিণী চরণ মিত্র ডায়মণ্ড হারবরের ভার প্রাপ্ত হইলেন ও ডেঃ মাঃ রাটরে সাহেব যিনি ছুটিতে আছেন হাবড়ায় স্থাপিত হইলেন। নোয়াখালীর পুলিশ এঃ সুঃ ক্লার্ক সাহেব হুগলীতে বদলী হইলেন। মেদিনীপুরের একটিং পুলীশ সুঃ হেডিনস্ সাহেব হাজারিবাগে স্থাপিত হইলেন। সারণের এঃ পুঃ সুং বার্চ সাহেব মেদিনীপুরের পুঃ সুঃ হইলেন। এঃ পুঃ সুঃ রাটরে সাহেব পুর্ণীয়ার পুঃ সুঃ হইলেন। স্কুল ইনেস্পেক্টর রো সাহেব কৃষ্ণনগর কলেজের একটিং প্রিন্সিপাল হইলেন। এসিষ্টেণ্ট সার্জন মতিলাল মুখোপাধ্যায় চট্টগ্রামে ও এসিষ্টাণ্ট সাঃ রাজকৃষ্ণ ঘোষাল ভবানীপুরে শম্ভুনাথ ডিস্পেন্সরির ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় ফরিদপুরে বদলী হওয়ায় বাবু নফর চন্দ্র ভট্ট বরিশাল ছোট আদালতের জজ ও সবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন। ছোটনাগপুর মানবাজারের মুন্সেফ বাবু শ্যাম চাঁদ ধর ৩মাসের ছুটী পাইলেন। বগুড়ার মুনসেফ অবিনাশ চন্দ্র মিত্র ১মাসের ছুটি পাইলেন। মেদিনীপুরের মুনসেফ বাবু গোপী নাথ বন্দোপাধ্যায় ৩মাসের ছুটী পাইলেন।

সংবাদ।

—সোম প্রকাশ লিখিয়াছেন "উপসংহারে বক্তব্য এই, এক একটি নূতন কর না বসিলে যদি আমাদিগের রাজপুরুষগণের করকণ্ডূয়ন নিবৃত্তি না হয়, আমাদিগের মতে ইনকম ট্যাক্স করাই উচিত। তাহাতে দরিদ্রেরা রক্ষা পাইবে, ধনির দশ টাকা যাউক আর থাকুক, তাহাতে আইসে যায় না।" সোমপ্রকাশ ইনকম ট্যাক্সের বিপক্ষ ছিলেন। তিনি এই রূপ মত পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার পদোচিত সত্যপ্রিয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি এবার অন্যান্য সম্পাদকেরা এই রূপ সত্য প্রিয়তার পরিচয় প্রদান করিবেন।

—সাধারণী নূতন কর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "লাইসেন্স টেক্স প্রবর্ত্তিত করিতে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নাই, কেন না তাহাতে অনেক নির্দ্দোষীর উপর অত্যন্ত অত্যাচার হয়; অমৃত বাজার বলেন, শুদ্ধ তাই নয়, লাইসেন্স কর অনেক সাহেব মহাজনকে দিতে হয়, তাহাতেই গবর্ণমেণ্ট ঐ করটী প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করেন না। সুতরাং নূতন কর প্রচলিত করাই স্থির। অমৃত বাজার বলেন, যে লবণ করের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিলেই এ পাপ হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারি। সাধারণে আট পয়সা লবণের সের কিনিত, না হয় সাড়ে আট পয়সা কিনিবে। আমরা সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করি, যে এই যুক্তির শেষ কোথায়? সাড়ে আট পয়সা হইতে নয় পয়সা, নয় পয়সা হইতে দশ পয়সা। ইহার শেষ কোথায়? এক সের লবণের প্রকৃত মূল্য দুই পয়সা মাত্র; এক চিরন্তন প্রথার দোহাই দিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রথমে চারি পয়সা করেন। ক্রমে এখন আট পয়সা করিয়াছেন; বাঙ্গালার প্রজা সহিষ্ণু বলিয়া কি অত্যাচার ক্রমেই বাড়াইতে বলা যাইবে? না, লবণ কর বাড়াইতে আমরা পরামর্শ দিতে পারি না। খোষ পোষাকির বা আমোদার্থীর ব্যবহার্য্য দ্রব্য বিক্রয়ের উপর লাইসেন্স টেক্স প্রচলিত হয়, ইহাই প্রজার প্রার্থনা।" যদি কেহ প্রজার হিতার্থী থাক, তবে একবার এই কথাটা ভাল করিয়া আন্দোলন কর। লাইসেন্স দ্বারা টাকা উঠিবে না। লবণের করের 'শেষের' নিমিত্ত আমাদের চিন্তা করিতে হইবে না, লিবরপুল ও চেসায়ের লবণ ব্যবসায়ীরা তাহার চিন্তা করিবেন।

—আমরা সাধারণী হইতে নিম্ন লিখিত পংক্তি কএকটি উদ্ধৃত করিলাম। "যাঁহারা কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনস্থ বালকদিগের বয়সের সীমা বাড়াইতে চান, তাহাদের মত এই যে, বড় মানুষের ছেলে পিলে অল্প বয়সে বাপ মরিয়া গেলে এ রূপ বিভ্রাটে পতিত হয়, যে তাহারা প্রায়ই উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পায় না, সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষা দানের সময় পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ওয়ার্ড করিয়া না রাখিলে তাহাদের কোন উপকারই হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অন্ততঃ একুশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নাবালগ বলিয়া গণ্য করা উচিত। দুই দিক দেখিবার অধিকতর সুযোগ হইবে এই প্রত্যাশায় আমরা প্রায়ই ধনহীনের পক্ষ পালন করিয়া থাকি। কিন্তু তাই বলিয়া বড় মানুষেরা আপনাদের পায়ে আপনারা কুঠারাঘাত করেন, তাহা আমরা অক্ষুব্ধ চিত্তে দেখিতে পারি না। যখন কোর্ট অব ওয়ার্ডের আধুনিক নীতি অনুসারে কাহার ও পক্ষে ধন সংগ্রহ করা নিষেধ, তখন কেন যে, অধিকতর বয়স পর্য্যন্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে বালকদিগকে রাখা অনেকে পরামর্শ সিদ্ধ মনে করেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এক কথা এই যে, রীতিমত শিক্ষা পর্য্যন্ত ওয়ার্ডে থাকা আবশ্যক। কিন্তু বিষয় বিবেচনার প্রধান শিক্ষাই বিষয় শিক্ষা। যদি ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই শিক্ষা না দেওয়া যায়, তবে তত দিনই নাবালগী। যাহাতে স্বাবলম্বন প্রদান করে, তাহাই উপযুক্ত শিক্ষা, অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিষয় বিবেচনা হইতে দূরে থাকিলে কখনই সে শিক্ষা হয় না। যাঁহারা অধিক বয়স পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহারত্ব রাখিতে চান, তাঁহারা ইউরোপের কয়টি সভ্য দেশের তুলনা দেন। প্রুষিয়া এবং দিনেমার মুলুকে ২৫, ইংলণ্ড স্পেন এবং রুষ

রুষিয়ায় ২১ ফরাসি দেশে ২০—তাঁহাদের তর্ক;—আমাদের ও কেন সেই রূপ না হইবে? উত্তর—আমরা ঐ সকল দেশবাসী নহে বলিয়া। হিন্দু সময়ের বা মুসলমান কালের সংহিতাকারগণ এবং এখানকার ব্যবস্থাপকগণ সকলেই আমাদের সম মতাবলম্বী। পিনালকোড অনুসারে ১২,১৪,১৬, ব ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১৮ বৎসর বয়স হইলেই কোন এক ব্যক্তি যে হিতাহিত জ্ঞান পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ইণ্ডিয়ান সক্সেসণ আইন অনুসারে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ব্যতীত অপর সমস্ত ভারতবাসীর পক্ষেই অষ্টাদশ বৎসর বয়স, প্রাপ্ত-ব্যবহারত্বের নির্দ্দিষ্ট কাল; তবে কেবল কোর্ট অব ওয়ার্ডের বালকগণের পক্ষেই যে কেন অন্য নিয়ম হইবে তাহা আমরা বুঝি না। আমরা ভরসা করি লীগের এই সঙ্গত আবেদন গ্রাহ্য হইবে।"

—তারকেশ্বরের মন্দিরে এ দেশের সকল শ্রেণীর লোকে—মুসলমান পর্য্যন্ত গমন করেন। এটী কেবল তীর্থ নহে, তারকেশ্বরের খ্যাতি আছে যে তাঁহার নিকট গেলে পীড়া আরোগ্য হয়। এই কারণেই অধিকাংশ যাত্রী তথায় গমন করেন। যাবতীয় পবিত্র স্থানের ন্যায় এখানেও স্ত্রীলোক যাত্রীর সংখ্যা অধিক। আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা তীর্থে গমন করিলে আর তত লজ্জা রাখেন না। কার্য্য গতিকে সকলেই মোহন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। কিন্তু মাহন্ত কে? মাধবগিরি। এ ব্যক্তি পরস্ত্রীহরণ অপরাধে তিন বৎসর কারাবাস করিয়া আসিয়াছে। ব্যাঘ্রের পিঞ্জরের নিকটে মনুষ্য গেলে ব্যাঘ্র যে প্রকার সতৃষ্ণ নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, প্রত্যেক যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি মাধবগিরি অবশ্যই সেই প্রকার চক্ষু নিঃক্ষেপ করিবে। ব্যাঘ্র যে প্রকার সুযোগ পাইলেই মনুষ্যের উপরে লম্ফ দিয়া পড়ে, মাধব অবশ্যই সেই প্রকারে আগন্তুক স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে। যে মাধব গিরির উপর দেশ শুদ্ধ লোকের মর্ম্মান্তিক রাগ এবং যাহার নাম শুনিলে ঘৃণার উদয় হয় তাহাকে গদিতে থাকিতে দেওয়া নিতান্ত অন্যায়।

—পুষ্পময় খৃষ্টান পুটী নাম্নী এক বেশ্যাকে বিবাহ করিয়া কুলবধূ করিয়া ছিলেন। কয়েক মাস হইল পুষ্পময়ের এক ফৌজদারি মোকদ্দমায় ২ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। গত সোমবার পুষ্পময়ের সেই প্রেয়সী পুটী পুনরায় গৃহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়াছে। বিবাহ সম্বন্ধ চ্ছেদন করিবার জন্য আদালতে অভিযোগ না করিলে বোধ হয় ইহা সিদ্ধ হইবে না।

—সমাচার চন্দ্রিকা বলেন, এক জন সাহেবের নামে দেওয়ানি আদালত হইতে ওয়ারণ্ট বাহির হয়। শিবাদহের মুন্সেফ আদালতের নাজির তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলে, তিনি গাড়ী আনিতে আদেশ করেন। নাজির বাবু সাহেবের হুকুম মতে জনৈক কনেষ্টবলকে ২ টাকা দিয়া বলিলেন যে তুমি শীঘ্র এক খানা গাড়ী দেখিয়া আন। এই ঘটনায় তাহার মেম সাহেব উগ্রচণ্ডা হইয়া তত্রত্য জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন যে, এক ব্যক্তি আমার সমক্ষে এক জন পুলিস কর্ম্মচারীকে ২ টাকা ঘুষ দিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎশ্রবণে রোষাক্রান্ত হইয়া নাজিরের নামে সমন জারি করিলেন। পরে বিচারের দিবস এক জন সম্ভ্রান্ত সাহেব আটর্ণি নাজির বাবুর পক্ষ সমর্থন করিতে যান। ক্রমে প্রকাশ হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং ফরিয়াদী ও সুচতুরা মেম সাহেব সাক্ষী। বিচার আরম্ভ হইলে আসামীর পক্ষীয় উকীল বক্তৃতা করিলেন যে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং বিচারকর্ত্তা ও ফরিয়াদি কোন মতেই হইতে পারে না, কিন্তু তিনি উকীলের কথায় কর্ণপাত না করিয়া রায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন, এমন সময় আসামীর পক্ষের যোগাড়ে টেলিগ্রাফ আসিল যে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমায় বিচার করিতে [illegible] না। ইহাতে সাহেব অগ্নিশর্ম্মা হইলেন, কিন্তু উপরওলার হুকুম অন্যথা করিবার যো নাই। অনন্তর বিচারে মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়াছে। মেম সাহেব যেখানে সাক্ষী সেখানে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ফরিয়াদী না হইলেও মোকদ্দমার গতিক বোধ করি ঐ রূপ হইত।

—বরদারাজ্যে গুজরাটী ও সংস্কৃত ১০টী স্কুল আছে। উক্ত স্কুল সমূহে বরদারাজ্য হইতে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে দশ হাজার বালক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। সার মাধব রাও, বরদা রাজ্যের মন্ত্রী, বিজ্ঞান কলেজের শাখা স্বরূপ একটী শিল্প কার্য্যের স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে এক জন কুলাল ও অন্যান্য শিল্প বিদ্যা পারদর্শী শিক্ষক আনয়ন করিয়া কতক গুলি বালককে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

—বোম্বাই নগরে আর একটী কাপড়ের কল শীঘ্র খোলা হইবে। ইহার মূল ধন ৯ লক্ষ টাকা ৯ শত অংশে বিভক্ত হইবে। উক্ত কলে ২৫ হাজার চরকা থাকিবে। ডিরেক্টর দিগের মধ্যে কমরুদ্দীন ত্যাবজী ও কৌশজী দীনশ পেতিত থাকিবেন।

—গত ১০ই এপ্রিল তারিখে অযোধ্য ও উঃ পঃ দেশ একত্রিত হইবার কথা ছিল। অযোধ্যার তালুকদারগণ গবর্ণর জেনেরেলের নিকট আবেদন করেন যে তাহা হইলে আযোধ্যাবাসীদিগের বিশেষ অসুবিধা ও কষ্টের কারণ হইবে। কিন্তু লর্ড লিটন তাহাতে উত্তর দেন যে রাজ্য সংক্রান্ত গূঢ় কারণ নিবন্ধন উভয় প্রদেশ একত্রিত করা স্থির হইয়া গিয়াছে। তালুকদারগণ ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট টেলিগ্রাফ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন।

—গবর্ণর জেনেরল সিমলায় পৌছিলে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে এবং তথায় ষ্টোক্স সাহেব ব্যবস্থাপক সভ্যের পদে অভিষিক্ত হইবেন। শুনা যাইতেছে যে জার্ডিন সাহেব সেক্রটরী হইবেন।

—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে জয়পুরের মহারাজা তাঁহার রাজ্য হইতে লবণের শুল্ক উঠাইয়া দিতে স্বীকার করিয়াছেন। এবং তজ্জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরাণ চাহিতেছেন।

—নিউবেন সফেজ সভায় বক্তৃতা কালীন একটী স্ত্রীলোক বলেন "স্ত্রীলোক সকল বিষয়েই পুরুষের সমকক্ষ। বীরত্বে স্ত্রীলোকের সাহসিকতার প্রশংসা" এই কথা বলিতে২ হঠাৎ সেই স্থান দিয়া একটী ইন্দুর দৌড়াইয়া গেল। তাহা দেখিয়া বক্তা একেবারে টেবিলের উপরে লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। স্ত্রীলোকের বীরত্ব এই রূপই বটে; তবে অনেক স্ত্রী পুরুষ—ধর্ম্মাক্রান্ত আছেন এবং অনেক পুরুষকেও স্ত্রী-ধর্ম্মাক্রান্ত দেখা যায়।

—এ দেশে বৎসর২ যত গুলি পশু ও মনুষ্য হিংস্র জন্তু ও সর্প কর্ত্তৃক নষ্ট হয় তাহার সংখ্যা দেখিলে হৃদয় শুষ্ক হয়। যদি ও গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পুরস্কারের লোভে অনেকে বিস্তর সর্প ও হিংস্র জন্তু বধ করিয়াছে তথাপি বৎসর২ বিস্তর লোক তদ্দারা অকালে প্রাণ হারাইতেছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এ দেশে অদ্যাপি সর্প ও বন্য জন্তুর সংখ্যা বিস্তর আছে। গবর্ণমেণ্ট যৎ সামান্য পুরস্কার না দিয়া যদি উহাদিগকে বধ করার জন্য কোন বিশেষ উপায় উদ্ভাবনকরিতেন তাহা হইলে বোধ হয় এত দিন নরঘাতী জন্তুর সংখ্যা বিস্তর কমিত। সর্প কুল এককালে ধ্বংশ না হইতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করিলে যে সর্প বংশের লাঘব করা যাইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। বন্য জন্তু চেষ্টা করিলে এক কালীন ধ্বংশ করা যাইতে পারে। ১৮৭৫ সালে ২১,৩৯১ জন মনুষ্য ও ৪৮,২৩৪টী পশু, হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক নষ্ট হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের ১২০,০১৫ টাকা ব্যয়ে ২২,৩৪৭টী বন্য জন্তু ও ২৭,০১৮৫টী সর্প মারা হইয়াছে। হস্তি দ্বারা ৬১ জন মনুষ্য ও ৬টী পশু, ব্যাঘ্র দ্বারা ৮২৮ জন মনুষ্য ও ১২৪২৩টী পশু, নেকড়ে দ্বারা ১৮৭ জন মনুষ্য ও ১৬১৫৭টী পশু, ভল্লুক দ্বারা ৮৪ জন মনুষ্য ও ৫২৯টী পশু, চিতে বাঘ দ্বারা ১০৬১ জন মনুষ্য ও ৯৪০৭টী পশু এবং হায়না দ্বারা ৬৮ জন মনুষ্য ও ২১১৬টী পশু নষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গলায় ১০,৯১৪ জন মনুষ্য হত হইয়াছে, উত্তর পঃ অঞ্চলে ৩,৯৩৩ জন, অযোধ্যায় ১৭৩৬ জন, মাদ্রাসে ১,৫৩৬ জন, বোম্বাইয়ে ১,০৭২ জন, পঞ্জাবে ৭২৩ জন, মধ্য প্রদেশে ৬১৭ জন, আসামে ৪২০ জন এবং অবশিষ্ট ব্রহ্ম, হাইদ্রাবাদ, আজমীর ইত্যাদি দেশে। সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গলায় মৃত্যু সংখ্যা বেশী হইয়াছে।

—আমরা হিন্দুহিতৈষিণী হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদটী গ্রহণ করিলাম। মাদারীপুরে একটী মোকদ্দামা উপস্থিত হইয়াছে। একদিন বেলা ১১টার সময় ব্রজ নামক একজন প্যাদা কতিপয় ভদ্র লোক সহ বেশ্যা বাড়ী বসিয়া মদ্য পান করিতেছিল, ইত্যবসরে পুলিস ইনস্পেক্টার সত্যভাজন বাবু কোর্ট সব্ ইনস্পেক্টর যোগেন্দ্র বাবু ও হেডকনেষ্টাবল মহেশ বাবু প্রভৃতি তথায় গমন করেন, বেশ্যা রুদ্ধ দ্বার কোন মতেই মুক্ত করেন। অবশেষে পুলিষের লোকেরা পরিচ্ছদ সহ উপস্থিত হইলেবেশ্যা দ্বার মুক্তকরে। পুলিস মদ্যপায়ীদিগকে ধৃত করেন, ব্রজ প্যাদা পলায়ন করিয়াছিল, হেডকনেষ্টাবল বাসার নিকট তাহাকে ধৃত করেন। তখন থানাতে ১০০ শতের অধিক লোক হয়। একাউন্টেন্ট মোহনী বাবু থানায় যাইয়া ব্রজ প্যাদার পৃষ্ঠে ক্ষতদর্শন করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে হেডকনেষ্টাবলকে দেখাইয়া দেয় ইহাতেই সত্য বাবু ক্রোধান্ধ হইয়া মোহনী বাবুকে অনেক তিরস্কার করেন। মোহনী ডেমিজ করিবার জন্য পুলিস সাহেবের অনুমতি প্রার্থনা করিল। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। মোহনী বাবু সত্য বাবুর নামে ৫০০ টাকা দাবিতে অভিযোগ করিয়াছেন। এদিকে আবার মোহনী বাবু কর্ত্তব্য কর্ম্মের বাধা দিয়াছেন বলিয়া সত্য বাবু এক রিপোর্ট করিয়াছেন। দিনের বেলায় ঘরে বসিয়া মদ্য পান করিলে পুলিস তাহাকে ধৃত করিবার ক্ষ[illegible]লনা করিতে পারিলে আর রক্ষা নাই। আমরা [illegible]রে বসিয়া মদ্য পানাদি করিলে তাহার দোষ [illegible] পুলিসের লোকেরা কি কারণে উহাদিগকে ধৃত করিয়া[illegible]লেন আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

—গুজরাট নর্ম্মাল কলেজের জন্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট দুই জন পারসী স্ত্রী লোককে ইংলণ্ডে পাঠাইতেছেন।

—উম্‌দতল আখ্‌বর নামক সম্বাদ পত্র বলেন ভাগলপুরের অন্তর্গত লুণ্ডিয়া গ্রামে একটী সুবর্ণ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তথায় ৫০ জন পুলিস সৈন্য এক জন গোরার অধীনে রাখিয়াছেন এবং ভূম্যধিকারীকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দিতে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ভূম্যধিকারী উক্ত খনির অর্দ্ধেক মুনফা দাবী করিতেছেন। ইহার কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই।

—ঢাকার বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় এই ক্ষণ জর্ম্মণিতে লিপজিক নগরে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। কিছু দিন হইল তিনি উক্ত নগরে ধর্ম্ম বিষয়ে একটী বক্তৃতা দেওয়াতে অনেকে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং ধর্ম্ম যাজকেরাও তাহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা এই যুবা ব্রাহ্মের সাহায্য করিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাকে আরো বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

—গত শুক্র ও শনিবার ঢাকা কলেজের ব্যায়াম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষা স্থলে নবাব খাজে আবদুল গণি মিঞা প্রভৃতি সম্ভ্রান্তগণ উপস্থিত ছিলেন। এবার পোগোস স্কুলের একটী বালক প্রথম হইয়াছে। যে সকল বা[illegible]ম পরীক্ষায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করে, তা[illegible] বিষয়ে কি রূপ পরীক্ষা দেয়, তাহা জা[illegible] দান করা হইলে বোধ হয় অপেক্ষাকৃ[illegible] দর্শিতে পারে। ঢা, প্র।

—ইণ্ডিয়ান ট্রাইবিউন বলেন, লোকের বিশ্বাস যে রুস সম্ভবতঃ খেলাত আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন। আমীরের সৈন্য কেবল আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। এবং সোয়াতের আখন্দ প্রজাদিগকে ধর্ম্ম যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য আপন পুত্রকে কাবুলে প্রেরণ করিয়াছেন। রুশিয়া হইতে এক জন দূত আসিয়া ইংরাজেরা যত টাকা দিতে চাহিয়াছেন তত টাকা দিতে স্বীকার হইয়াছে এবং কাবুলের কার্য্যে রূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিতেছে।

—মহারাজা হলকার ইন্দোরে আর একটী সুতার ল স্থাপন করিবেন।

—রেবিনিউ বোর্ড সার্কুলার দ্বারা কালেক্টরগণকে নাইয়াছেন যে পূর্ব্বাহ্নে বোর্ডের মঞ্জুর ও সম্মতি গ্রহণ না করিলে ওয়ার্ডস্ ইন্‌স্টিটিউসনস্থ নাবালকদিগকে বিবাহ করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইবে না এবং বিবাহের পূর্ব্বে সম্বন্ধ নির্ণয় হইলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না। পূর্ব্বে নাবালকদিগের বিবাহ সম্বন্ধে কোন নিয়ম ছিল না। দেশাচার অনুসারে বিবাহের বয়স হইলে ও তহবীলে টাকা থাকিলে নাবালকের পরিবারস্থ আত্মীয়-দিগের আবেদন ক্রমে কমিশনার বিবাহ অনুমোদন করিতেন। ১৮৭৫ সালের ৯ আইনের বিধান আছে যে যদিও নাবালকদিগের অপ্রাপ্ত ব্যবহারের কাল ২১ বৎসর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল; কিন্তু তাহাতে বিবাহ স্ত্রী ত্যাগ ইত্যাদির কোন ব্যাঘাত হইবে না। বোর্ড যে নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে উক্ত বিধান সম্পূর্ণ নিস্ফল না হউক, অনেকটা হইবে সন্দেহ নাই। আর এই বিধিটি দ্বারা বোর্ড অবৈধরূপে এদেশীয় রীতিনীতির উপর হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। সম্পত্তির আয় ব্যয়ের উপর বোর্ডের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে. কিন্তু সমাজের উপর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নাই। বিবাহ উপলক্ষে যে টাকা খরচ হইবে তাহা মঞ্জুর করার ক্ষমতা বোর্ডের আছে, কিন্তু নাবালকের বিবাহ হওয়া উচিত কি না সে বিষয় বিবেচনা করার অধিকার কেবল মাত্র নাবলকদিগের পারিবারিক আত্মীয়দিগেরই আছে।

—সাউদামটন হইতে ভারতবর্ষ, চীন ও প্রণালী সমুহে ১লা জানুয়ারী হইতে ৯ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ২,২৫৬,৮৯৫ টাকায় রৌপ্য আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষে ১,৬৮৬,২৮০; চীনে ৩২২,০১৫ ও প্রণালী সমুহে ২৪৮,৬০০।

—বাঙ্গলায় শস্যের অবস্থা গড়ে মন্দ নহে। চৈত্র ঝড় হওয়ায় কোন কোন প্রদেশের শস্যের কিঞ্চিৎ হইয়াছে। কুচবেহারে তামাকের অনিষ্ট হই- মানভূমে মৌয়া ও আম্রের অনিষ্ট হইয়াছে। হ এবং পুরীতে ওলাউঠা ও বসন্ত আরম্ভ হইয়াছে। শোহরে আরও বৃষ্টি আবশ্যক; কিন্তু ত্রিপুরায় এত অধিক জল হইয়াছে যে জমি শীঘ্র শুষ্ক না হইলে শস্য রোপণের অনিষ্ট হইবে। শিলা বৃষ্টি হওয়ায় আম্র ও অন্যান্য ফলের হানি হইয়াছে।

—হাইকোর্টের ফৌজদারী সেসন আগামী ১৬ই এপ্রেল সোমবার হইতে আরম্ভ হইবে। জষ্টিস পিট কেনেডী বিচারপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

—বাবু যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, ডগমারা, ভাগলপুর, এই সংবাদটী আমাদিগকে উপহার প্রদান করিয়াছেন:—"গত ২১শে চৈত্র নেপালের অন্তর্গত সপ্ততরি প্রভৃতি কতিপয় স্থানে এত অধিক শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে যে তথাকার গো, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি যে কত মরিয়াছে তাহার কিছুমাত্র সংখ্যা নাই এবং আরো ১১ জন মনুষ্য কালগ্রাসে নিহত হইয়াছে। এ রকম শিলাবৃষ্টি এদেশস্থ লোকে আর কখনই দেখেন নাই।"

—দে শ্রেণীস্থ লোকেরা কত দূর বিশ্বাসী ত বিবরণ এক ব্যক্তি পাইওনিয়ারে ন। "প্রায় দুই বৎসর গত হইল ওলাউঠা আরম্ভ হয়। যে চার বাগানে প্রথমে মড়ক আরম্ভ হয় তথাকার কুলিরা ভয়ে পলায়ন করিবার সঙ্কল্প করে; কিন্তু তখন চা-প্রস্তুত হইতেছিল, কুলি পালয়ন করিলে চা-করের বিস্তর অনিষ্ট হইত। ইতিমধ্যে এক দিবস একজন চা-প্রস্তুত করা সর্দ্দারের ওলউঠা হইল। সে দিবস সাহেব কুঠিতে ছিলেন না। সর্দ্দার ভাবিল যে তাহার পীড়ার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে সমুদয় কুলি পলায়ন করিয়া যাইবে এবং তাহাতে তাহার মনিবের সর্ব্বনাশ হইবে। সে এই রূপ বিবেচনা করিয়া আপন পীড়ার কথা গোপন করিয়া তাহার সহচরদিগকে বলিল যে তাহার শরীরের মধ্যে কোন রূপে বিষ প্রবেশ করায় সে বিষের যন্ত্রণায় কাতর হইয়াছে। ওলাউঠার ভীষণ যন্ত্রণায় অধীর এবং জীবনে হতাশ হইয়া সে প্রভুর অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া আপন পীড়ার কথা ব্যক্ত করে নাই। পীড়া গোপন করিয়াই শেষ তাহার মৃত্যু হইল। এরূপ কার্য্যকে আমি মহৎ ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। যখন আমি শুনিব যে তোমাদিগের সুসভ্য আত্মম্ভরী, নিন্দুক ইংরেজযুবারা দেশীয়দিগের চরিত্রের প্রতি অনর্গল দোষারোপ করিতেছে তখনই আমি তুরুপের তাসের ন্যায় এই হীনজাতীয় মূর্খ দেশীয় চাষার বিবরণ প্রকাশ করিব। এব্যক্তি অনির্ব্বচনীয় কষ্ট সহ্য করিয়াও প্রভুর নেমকের কার্য্য করিয়াছে, তাহাতে তাহার পুরস্কারের কিছু মাত্র আশা ছিল না। কিন্তু সেই সময়েই তদপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন প্রভু যম তখন তাহাকে খাইবার জন্য আহ্বান করিতেছিল।"

—গত ২৯ মার্চ্চ তারিখে সিংহভুম প্রদেশে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। প্রাতে ১২।৪৫ মিনিটের সময় উক্ত ঘটনাটী হয়। ভূমিকম্পের সময়ে মৃত্তিকার নীচে এক প্রকার শব্দ শুনাযায় এবং রাত্রিতে বড় বৃষ্টি হইয়াছিল।

—গবর্ণর জেনেরলের সভা সিমলায় অধিবেশন হওয়ার বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছে।

—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সঞ্চিত তহবিলে গত ৫ই এপ্রেল পর্য্যন্ত ১৭,৫০,৩১২ টাকা মজুদ ছিল।

—আগামী শনিবার হইতে ইণ্ডিয়া গেজেটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ ব্যতীত সমস্ত অংশ সিমলা হইতে প্রকাশিত হইবে।

—১লা জানুয়ারি হইতে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত ২১৫৩০০০ সের ভারতবর্ষীয় চা ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়াছে। গত বর্ষের ঐ সময়ে ২৬৮২০০০ সের রপ্তানী হইয়াছিল।

—সার সালার জঙ্গের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে হাইদ্রাবাদে বড় ধুম ধাম লাগিয়া গিয়াছে। সালার জঙ্গ যখন ইংলণ্ডে গমন করেন তখন তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র নবাব মুকরামুলদ্দৌলা হাইদ্রাবাদের মন্ত্রীত্ব করেন। ইঁহার সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে।

—গৌহাটিতে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তথাকার পুষ্করীর জল অতি বদর্য্য। লোকে সেই ময়লা জল পান করিয়া সম্ভবতঃ পীড়াগ্রস্থ হইতেছে। আমরা ভরসা করি তথাকার মিউনিসিপালিটি বিশেষ মনোযোগের সহিত লোকের জলের সুবিধা করিয়া দিবেন।

—আলিপুরের পশু শালায় ডুমরায়ন হইতে গবর্ণমেণ্ট একটি প্রকাণ্ড গণ্ডার আনিয়াছেন।

—গত ৭ই এপ্রেল কোট অব ওয়ার্ডের আইনের সংশোধিত পাণ্ডুলিপি বাঙ্গালা কৌন্সেলে পাস হইয়া গিয়াছে। নাবালকদিগের বিবাহ সম্বন্ধে শক সাহেব যে বিধির প্রস্তাব করেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

প্রেরিত

লর্ড লিটন লক্ষ্ণৌয়ে।

৩রা এপ্রেল সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের সময় লর্ড লীটন এখানে পদার্পণ করেন। এতদুপলক্ষে আউড রেলওয়ে কোম্পানীর রাজ ভক্তি দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনটী যদিও খুব বড় নহে, কিন্তু এটী নিশান ও ফুলে এক রূপ সাজান হইয়াছিল। এখানকার রাজা তালুকদার ও ভদ্র লোক সকলেই ষ্টেশনে উপস্থিত থাকেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মেজর জেনারেল চাম্বারলেন ও সার জর্জ কুপার অভ্যর্থনার্থ আইসেন। আসিবা মাত্র তোপ ধ্বনি হইতে আরম্ভ হয় ও ব্যাণ্ড বাজিতে থাকে। রাজারা বিমর্ষের সহিত তাঁহাকে সেলাম করেন এবং তিনিও সকলের প্রতিদান করিতে বাধ্য হন। লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের সহিত লর্ড ও লেডী লিটন ফেটিনে আরোহণ করিয়া সহরাভিমুখে চলিয়া যান। ষ্টেশনে তাঁহাকে দেখিবার জন্য অনেক লোক আসেন কিন্তু সকলের ভাগ্যে কেবল পুলিসের ধাক্কা সার হয়। ক্যানিং কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক বাবু রাজ কৃষ্ণ সর্ব্বাধিকারী কেবল বাঙ্গালীর মধ্যে লীটন সাহেবকে অভ্যর্থনা করেন।

মহাশয়! এই সময়ের দৃশ্যটি বড় বিমলিন বোধ হইল। রাজারা যেন অনিচ্ছায় এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভূত পূর্ব্ব নবাবের ভ্রাতাই ইহার উদাহরণ স্থল।

লক্ষ্ণৌ এ প্রদেশের মধ্যে একটি প্রধান স্থান। বোধ হয় দিল্লীর নিচেই ইহার স্থান হইতে পারে। লামার্টিনিয়ার, ছত্র মঞ্জিল, মৎস্য ভবন, এমামবাড়ি, বেলিগার্ড উইঙ্গফিল্ড পার্ক, কেশরবাগ যাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কখনই ইহার শোভা ভুলিতে পারিবেন না। কেশর বাগের তুল্য স্থান কলিকাতায়ও নাই। এটি আয়তনে প্রায় ২ বর্গ মাইল, চতুর্দ্দিকে অট্টালিকায় বেষ্টিত। চার দিকে চারটি বড়২ গেট আছে। মধ্য স্থলে 'বার দ্বারি' এ বাটিতেই বড়২ লোক আহুত ও নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। বারদ্বারির সম্মুখে আর একটি হর্ম্ম্য। কথিত আছে এখানে নবাব বেগম লইয়া লীলা করিতেন। মধ্যে২ ফুলের গাছ ও ফোয়ারা। বাগানটি বড় মনোরম।

৪ঠা দিবসে এখানে একটি ছোট দরবার হয় কিন্তু আমরা সে স্থলে কার্য্য গতিকে উপস্থিত হইতে পারি নাই। ইহার ফলাফল পৃথক লিখিব ইচ্ছা রহিল। উক্ত রাত্রে গবর্ণর জেনারেল সাহেব বারদ্বারিতে নিমন্ত্রিত হয়েন। তালুকদারেরা তাঁহার সম্মানার্থ সেই রাত্রে নানা রূপ বাজী, নৃত্য, গীত ও আলোতে অনেক অর্থ ব্যয় করেন। কেশরবাগ অতি সুন্দর রূপে আলোকিত হইয়াছিল। প্রায় ১১টার সময় লীটন সাহেবের বার হয়।

আদ ঘণ্টা কাল লর্ড ও লেডী উভয়ে নৃত্য, গীত দেখিয়া বাহিরের সিংহাসনে আসিয়া উপবেশন করেন। অমনি বাজীতে আগুণ দেওয়া হয়। এই রূপে এক ঘণ্টা কাল মধ্যে সকল কার্য্যের অবসান হয়। তালুকদারেরা তাঁহার সন্তোষার্থ যত দূর ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয় করিয়াছেন, কিন্তু প্রভুর মনে যাহা আছে তাহা হইবেই হইবে। ৫ই রাত্রে লীটন সাহেব লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করেন।

শ্রী:—

সাগর প্র

যাহাদিগের কি পারেন অথচ আদ্যোপ বলিয়া বসেন যে, সম্প্রদায়, তাঁহাদি রাঢ়ীয় কুল বৎ কা কন্যা বিবা করে ভ

উলোর মধ্যে শিব শঙ্কর সপ্তশতী পায়।
বুড়োনের বিষ্ণুরামে ভাগ্য বলি ধায়॥

সে স্থলে রাঢ়ীশ্রেণী হইতে সপ্তশতী একটী ভিন্ন সম্প্রদায় ইহা বলা কর্ত্তব্য নহে।

যে স্থলে মহামান্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বহুবিবাহ গ্রন্থের প্রথম ভাগে ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, কৌলিন্য মর্য্যাদা স্থাপিত হইলে পর এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন, প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় শ্রোত্রিয়, তৃতীয় বংশজ, চতুর্থ গৌণ কুলীন, পঞ্চম পঞ্চ গোত্র বহির্ভূত সপ্তশতী সম্প্রদায়, সে স্থলে রাঢ়ীশ্রেণী হইতে সপ্তশতী সম্প্রদায়ের ভিন্নভাব বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত নহে।

যে স্থলে দেখা যায় রাঢ়ী কুলজ্ঞেরা রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য শ্রেণীর নাম গন্ধও রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রে লিখেন নাই, শপ্তশতীর গাঁই গোত্রের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, সে স্থলে রাঢ়ীশ্রেণী হইতে সপ্তসতীর ভিন্ন ভাব, ভিন্নমান, বিবেচনা করা বিধেয় নহে।

গাঁই মিশ্রী গ্রন্থ॥ সংস্কৃত॥

নগড়ি র্দহড়ি র্হামু র্বাপি কাশ্যপকাঞ্জিকা।
বাপাড়ি স্তসিকা কেয়ু গাঁইচ সুখ দাসিকঃ॥
পিত্তাড়ি র্বাগুড়িশ্চৈব ভাদাড়ি পিচুকুলকৌ।
সাঁড়কুলী কোয়াড়ীচ মুলুক জুড়ীচ হাঙ্গুড়ী॥
কাটানিঃ কামদেবশ্চ বেড়ুগ্রামীচ নালসী।
সাগাইঃ পুংসিকো ভট্টশালী ফর ফর ছত্রিকা॥
আদিত্যোজ্জ্বল গাঁইতু সুরাই দীঘল স্তথা॥
যবগ্রামী কড়ারীচ কৌ গুল্যো বৈজুড়ী তথা।
কুড্যালো হেলনীধায়ী বাতাড়ী বেলাড়ী পিচ॥
করঞ্জোহন্তাড়ীরিত্যেব চত্বারিংশন্মিতাদ্বিজঃ।

উপরোক্ত গাঁই গুলি সম্বন্ধ নির্ণয় নামক পুস্তকের ১৭৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

গোত্র॥ সংস্কৃত॥

জমদগ্নি ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রি গৌতমাঃ।
বশিষ্ঠ কাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ॥
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণিমন্যতে।
এতদুপলক্ষণ মন্যেষামপি দর্শনাৎ তথাচ॥
সৌকালীনক মৌদ্গল্যৌ পরাশর বৃহস্পতি।
কাঞ্চনো বিষ্ণু কৌশিকৌ কাত্যানায়ত্রয় কান্যকাঃ॥
কৃষ্ণাত্রেয়ঃ সাঙ্কৃতিশ্চ কৌণ্ডন্যো গর্গ সঙ্গকঃ।
আঙ্গিরস ইতিখ্যাত অনাবৃকাখ্য সঙ্গিতঃ॥
অব্য জৈমিনি বৃদ্ধাখ্যাঃ শাণ্ডিল্যো বাৎস্য এবচ।
বৈয়াঘ্র পদ্য সাবর্ণ্যা লম্যান ঘৃত কৌশিকাঃ॥
শক্তিঃ কাণ্বায়নশ্চৈব বাসুকি গৌতম স্তথা।
শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়ো গোত্র কারিণঃ॥
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে॥
ইতি কুল দীপিকা ধৃত ধনঞ্জয় কৃত ধর্ম্ম।
প্রদীপে সর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশ দেগাত্রাঃ॥

উপরোক্ত গোত্র গুলি রাজা রাধাকান্ত দেবের অভিধান হইতে উদ্ধৃত। শ্রীঃ—

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীক, পাটগাতি—লিখিয়াছেন যে মল্লিকপুর গ্রামে [illegible] আউট পোষ্ট হইবে। পত্রপ্রেরক ডেঃ বাবুর নিকট [illegible] আউট পোষ্টের খরচ দীন দুঃখী [illegible] হইতে আদায় করিয়া লওয়া [illegible] রক্ষার আবশ্যক হইলে [illegible] কন আমরা জানি। কি [illegible] ষ্ট হইতেছে তাহার [illegible] লিখবেন। [illegible] ত্রিহুত [illegible]; কিন্তু [illegible] থাকিলে [illegible] দ্বারা [illegible] ংলিশ [illegible] ৮২

কর্ত্তারা ক্রমে এক একটী করিয়া সমুদায় স্বত্ব আমাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। পঞ্চাইত প্রণালীটি আমাদিগের দেশ হইতে উঠাইয়া দিয়াও আমাদিগের আত্ম শাসনের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন। যদি পূর্ব্বের ন্যায় এ দেশে পঞ্চাইত প্রণালী প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে মোকদ্দমায় দেশ এরূপ উচ্ছিন্ন যাইত না এবং বিদেশীয় ব্যারিষ্টারগণের অত্যাচারে আমরা এ রূপ দৈন্য হইয়া পড়িতাম না।

শ্রীগুরু গঙ্গা চৌধুরী, চারিপাড়া—আপনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু আপনার পত্র খানির ৫টি লাইনও আমরা পড়িতে পারিলাম না। সংক্ষেপে স্পষ্ট করিয়া আপনার মনোগত ভাব গুলি ব্যক্ত করিবেন।

এক জন গ্রাহক, লক্ষ্ণৌ—লক্ষ্ণৌয়ে যে সকল বাঙ্গালী বাবুরা আছেন তাঁহাদিগের কএক জনের একটি কুকাণ্ডের বিষয় বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন। বিষয়টি এ রূপ ঘৃণেয় যে উহা কোন সম্ভ্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশের উপযুক্ত নহে। এবং উহা প্রকাশ করিলেই বা লাভ কি? যে ব্যক্তিরা বেলা দুই প্রহরের সময় প্রাকাশ্য স্থানে এ রূপ কাণ্ড করিতে পারে, তাহাদিগের সংশোধন করিবার ঔষধ সংবাদ পত্র নহে, লাঠীর প্রহার।

শ্রীমদন মোহন সেন, রংপুর—ইডেন্ সাহেবের নিকট এই রূপ প্রার্থনা করিয়াছেন যে গ্লেজিয়ার সাহেব বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে আবার রংপুরের মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য দেওয়া না হয়। পত্র প্রেরক গ্লেজিয়ার সাহেবকে প্রজাপীড়ক ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু শুদ্ধ মুখে বলিলে কোন কাজ হয় না, প্রমাণাদি দর্শান আবশ্যক।

মুক্তগাছা; আয়টা—মুক্তগাছার জমিদার বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ও বাবু অমৃত নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরীকে ছোট দরবার উপলক্ষে সম্মানসূচক সার্টিফিকট দেওয়ায় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। অপর তিনি আর এক জন আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের নিন্দা করিয়াছেন। আমরা দুঃখিত হইলাম উহা আমরা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহি।

কস্যচিৎ রংপুরস্থ ভদ্র—মহারাজা ভবানীগঞ্জের ডেঃ মাজিষ্ট্রেট তথাকার স্কুলটী হায়ার গ্রেড্ স্কুল করিবার নিমিত্ত অতিরিক্ত হারে চান্দা সংগ্রহ করায় বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের আরও কএকটী অন্যায় কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন; এ সমুদয় বিশেষ প্রমাণীকৃত না হইলে আমরা প্রকাশ করিতে পারি না।

নিম্ন লিখিত পুস্তক ও সাময়িক পত্র গুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ১। তত্ত্বদর্শন, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র প্রণীত। ২। হেমচন্দ্র, শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ৩। ভূগোল সার, শ্রীউদয় কৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। ৪ সচিত্র রসায়নশিক্ষা, শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী প্রণীত। ৫। সুরলতা নাটক, শ্রীপ্যারী লাল মুখ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ৬। শাস্ত্র প্রকাশ কল্কি পুরাণ ৩ খণ্ড; মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২ খণ্ড; মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ২ খণ্ড; বেদান্তশাস্ত্র ১ খণ্ড; ভবিষ্য পুরাণ ১ খণ্ড, শ্রীজগন্মোহন তর্কলঙ্কার কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত ও শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৭। পদ্য মহাভারত, আদিপর্ব্ব, শ্রীনিমাই চরণ সিংহ কর্ত্তৃক পদ্যে অনুবাদিত। ৮। গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা। ৯। ধাতু পরায়ণ, শ্রীযুক্ত লাল কমল বিদ্যাভূষণ প্রণীত। ১০। পরিমিতি, শ্রীহরিচরণ রায় কর্ত্তৃক বিরচিত। ১১। বাঙ্গলা ও ইংরাজি স্বর পদ্য কবিতাবলি। ১২। পদ্মপুরাণ, শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ১৩। হোমিওপ্যাথি মতে ওলাউঠা চিকিৎসা, শ্রীরাধা কান্ত ঘোষ প্রণীত। ১৪। মহাভারত, আদি পর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ১৫। গুপ্তপ্রেস পকেট ডিক্সনারী। ১৬। অপূর্ব্ব ইতিহাস, শ্রীসরচ্চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রণীত। ১৭। বান্ধব, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের। ১৮। কায়স্থ কৌস্তুভ।

বিজ্ঞাপন।

IN THE PRESS

The Triple number of the *National Magazine* containing among other papers the memoirs of the Honbl'e Ashly Eden C. S. I, Lieutenant Governor of Bengal, Single copy with Postage. ... ... 3 Rs. 8 As.

Also the Memoir to be separately publisheed. cloth bound with *Photograph* to subscribers payable in advance Rs. 2 As. 8

Non Subscribers 3

Postage for a single copy 0

Apply to the Proprietor *National Magazine* 32, Kally Dass Singhee's Lane Mirzapore Calcutta.

কুচ বিহারের অন্তঃর্গত গৌরীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া রায় বাহাদুর সম্পূর্ণ ব্যয় সাহায্য করিয়া যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণ প্রকরণ আমা দ্বারা প্রকাশ করত বিনা মূল্য দান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গ্রাহকগণকে প্রত্যেক খণ্ডে ।০ আনা করিয়া ডাক মাশুল মাত্র দিতে হইবে। প্রার্থিগণ আপাততঃ ১৬ খণ্ডের ডাক মাসুলের সহিত সত্বর নিম্ন ঠিকানায় আমার নিকট পত্র লিখিবেন। কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইলে আদ্ আনা ষ্ট্যাম্প প্রেরণ করিবেন।

আহীরিটোলা ষ্ট্রীট
হরচোলের লেন
২১ নং কলিকাতা

শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যোগবাশিষ্ঠ প্রকাশক।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ষ্টেনহোপ প্রেস ও ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে বিক্রয় হয়।

১ Three years in Europe. 2nd Ed. মূল্য ১ মাশুল ৵০
২ ইউরোপে তিন বৎসর ॥০ ।০
৩ বঙ্গ-বিজেতা, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ১।০ ৵০
৪ মাধবী কঙ্কণ, " " (ছাপা প্রায় শেষ হইয়াছে) ১ ৵০
৫ The Indian Pilgrim. (Poem) J. C. Dutt. ॥০ ।০
৬ The Peasantry of Bengal. ২ ৵০
৭ TheLiterature of Bengal. ১ ৵০

সেপ—শে

সুরলতা নাটক।
(মহা কবি সেক্ষপীয়র কৃত মার্চ্চ্যাণ্ট অব ভেনিসের অনুবাদ)
শ্রীপ্যারী লাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত।
মূল্য ৸০ আনা ডাক মাসুল ৵০ আনা
কলেজ ষ্ট্রীট নং ৫৫০ হিন্দুলাইব্রেরীতে বটতলা নং ৩১৮ বেণীমাধব দে এণ্ড কোং দোকানে প্রাপ্তব্য।

রামায়ণ! রামায়ণ!! রামায়ণ!!!
বালমিকি রামায়ণ জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বিনোদ বেহারি গোস্বামি কর্ত্তৃক অনুবাদিত ৭১ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৵০ আনার হিঃ। যাহার আবশ্যক হইবে ১০৬ নং রাধাবাজারের দোকানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন

রামধন নাগ কোং।

রাজকুলোদ্ভব কতকগুলি মহাত্মাগণের সাহায্য ও উৎসাহদানে উৎসাহিত হইয়া আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসাবধি ভারতহিতৈষিণী নাম্নী এক খান তিন ফর্ম্মা কলেবরের সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিব। আর্য্য ধর্ম্মের আর্য্য ভাষায় ও আর্য্যদিগের উন্নতি সাধন করা এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। মূল্যের নিয়ম বার্ষিক ৫, প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৵০। যাঁহারা এই পত্রিকার গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন সোণাপুর ডাকঘর হইয়া রাজপুর গ্রামে শ্রীগোপাল লা[illegible] বর্ম্মার নিকট পত্র প্রেরণ করেন।

☞এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগ[illegible] চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত